CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 February, 2021 ■ আগরতলা, ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৪ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিমবঙ্গে ২৭ মার্চ থেকে ৮ দফায় বিধানসভা ভোট, ফল ঘোষণা ২ মে

তামিলনাড়ু, কেরল, অসম ও পুদুচেরির নির্বাচন নির্ঘন্টও ঘোষণা করল কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে ৮ দফায় হবে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গে ২৭ মার্চ থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হবে, অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ ২৯ এপ্রিল। ভোটের ফল ঘোষণা হবে ২ মে। শুক্রবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা জানিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৭ মার্চ, দ্বিতীয় দফার ভোট ১ এপ্রিল, তৃতীয় দফার ভোট হবে ৬ এপ্রিল, চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ হবে ১০ এপ্রিল, পঞ্চম দফার ভোট ১৭ এপ্রিল, ষষ্ঠ দফার ভোট হবে ২২ এপ্রিল, সপ্তম দফার ভোট হবে ২৬ এপ্রিল এবং বঙ্গে অষ্টম তথা অন্তিম দফার ভোট হবে ২৯ এপ্রিল। ভোটগণনা হবে ২ মে।

পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি এদিনই সাংবাদিক বৈঠক করে অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, 'অসমে তিন-দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে ২৭ মার্চ, দ্বিতীয় দফা ১ এপ্রিল এবং তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে ৬ এপ্রিল। অসমে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে ২ মে।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা জানিয়েছেন, 'কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ৬ এপ্রিল। কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে ২ মে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ৬ এপ্রিল, পুদুচেরিতে ভোটগণনা হবে ২ মে।' এবার তামিলনাড়ুতে এক দফায় হবে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, 'আগামী ৬ এপ্রিল এক-দফায় বিধানসভা নির্বাচন হবে তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুতে ভোটগণনা হবে ২ মে।'

শুক্রবার বিকেল সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই কোভিড যোদ্ধা এবং ফ্রন্টলাইনে থাকা সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা। তিনি বলেন, 'অতিমারির ঝুঁকির মধ্যেই, রাজ্যসভার ১৮টি আসনে নির্বাচন নিয়ে টেস্ট ট্রায়াল করেছিল নির্বাচন কমিশন। এরপর বিহার নির্বাচন সত্যিই চ্যালেঞ্জ ছিল। তা সত্ত্বেও ২০২০ সালে বিহারে ৫৭.৩৪ শতাংশ মানুষ ভোট দেন। ৫৯.৬৯ শতাংশ মহিলা ভোটার ভোট দিতে আসেন। কোভিড যোদ্ধা, চিকিৎসক, প্যারামেডিক্স, নার্স, গবেষক, বিজ্ঞানী এবং নির্বাচনী ডিউটিতে থাকা আমাদের সমস্ত অধিকারিক, ফ্রন্টলাইনে থাকা সকলকে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, 'তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, অসম এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে ২.৭ লক্ষ পোলিং স্টেশনে ভোট দেবেন ১৮.৬৮ কোটি ভোটার। এই সমস্ত নির্বাচনে মোট ৮২৪টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে।'

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, 'অসম বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ মে, অসমে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১২৬ (এসসি-৮ এবং এসটি ১৬)। তামিলনাড়ুতে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৪ মে, সেখানে মোট বিধানসভা আসনের সংখ্যা ২৩৪ (এসসি-৪৪ এবং এসটি-২), পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩০ মে, পশ্চিমবঙ্গে মোট আসন সংখ্যা ২৯৪ (এসসি-৬৮ এবং এসটি-১৬), কেরল বিধানসভার মেয়াদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীত চলে যাওয়ার পর জ্বালানি তেলের দাম কমবে ঃ ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। পেট্রোল-ডিজেলের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল দেশবাসী। মাঝে তিন-দিন খানিকটা স্বস্তি দিয়ে বাড়েনি দুই জ্বালানি তেলের দাম। কিন্তু, আগামী দিনে যে বাড়বে না এমন কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়ে দিয়েছেন, 'শীত চলে যাওয়ার পর পেট্রোল-ডিজেলের দাম কিছুটা কমবে। শীতকালে এমনটা হয়, ধীর ধীরে দাম কমবে।'

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, 'পেট্রোলিয়ামের মূল্যবৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাজারেও গ্রাহকদের প্রভাবিত করেছে। শীত চলে যাওয়ার পর পেট্রোল-ডিজেলের দাম কিছুটা কমবে।' পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী প্রধান আরও জানিয়েছেন, 'সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়, চাহিদা বৃদ্ধির কারণেই দাম বেড়েছে, শীতকালে এমনটা হয়। ধীরে ধীরে দাম কমবে।'

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বেড়েই চলেছে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য। কমেনি এক দিনও, শুধু বেড়েছে। কোনও কোনও রাজ্যে ১০০ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে পেট্রোলের দাম। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে প্রতিদিনই আক্রমণ করছে বিরোধীরা। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবারই কলকাতায় ইলেকট্রিক স্কুটিতে চেপে নবান্নে যান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার শুক্রবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে দুই বিজেপি নেতার মধ্যে ধস্তাধস্তি, আহত এক, মামলা

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে স্বদলীয় নেতার আক্রমণে রক্তাক্ত হলেন বিলোনিয়া মন্ডল কিষান মোর্চার সহ সভাপতি মনোরঞ্জন পাল। বিজেপি দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজু নাথের বিরুদ্ধে আক্রমন ও হত্যার অভিযোগ তুলে বিলোনিয়া থানায় দারস্থ হয়েছেন আক্রান্ত মনোরঞ্জন পাল। শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ গিরিধারী টিলা এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গিরিধারী আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় মনোরঞ্জন পালের জমি-র উপর দিয়ে গাড়ি দিয়ে পাশ্ববর্তী একটি জমিতে মাটি ভরাট করার সময় রাজু নাথকে বাঁধা দেন মনোরঞ্জন পাল। বাঁধা পেয়ে রেগে যান রাজু নাথ। তাতে, তাদের মধ্যে শুরু হয় বাকবিতন্ডা। একসময় উত্তেজিত হয়ে রাজু নাথ রড দিয়ে মনোরঞ্জন পালর উপর হামলা করেন। তাতে, তার নাক ফেটে রক্ত বের হতে শুরু করে। অভিযোগ, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখেও রাজু নাথ মনোরঞ্জন পালকে মাটিতে ফেলে প্রচন্ড মারধর করেন। আহত অবস্থায় মনোরঞ্জন পালর আর্তনাদ শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন এবং তাকে উদ্ধার করেন। স্থানীয়রাই মনোরঞ্জন পালকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যান।

ওই ঘটনায় বিলোনিয়া থানায় রাজু নাথর বিরুদ্ধে মামলা করেন মনোরঞ্জন পাল। তাঁর অভিযোগ, বছর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কম্পোজিট রিজিওনাল সেন্টারের নতুন ভবন নির্মাণে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা কেন্দ্রের

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। কম্পোজিট রিজিওনাল সেন্টার-র নতুন ভবন নির্মাণে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ও ন্যায় বিচার ক্ষমতায়ণ মন্ত্রী থাওরচন্দ গেহলট। তাঁর প্রতিশ্রুতি, ১-২ মাসের মধ্যে ওই অর্থ ত্রিপুরা-কে বরাদ্দ করা হবে।

শুক্রবার আগরতলায় প্রবীণ নাগরিক-দের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় ব্যবহারের সামগ্রী প্রদানে সামাজিক অধিকারিতা শিবির আয়োজিত হয়েছে। ওই শিবিরে অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দিব্যাঙ্গদের সশক্তিকরণের চেষ্টা করে চলেছে। তেমনি, প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি জানান, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে সমীক্ষা অনুযায়ী ৭৭২৯ জন প্রবীণ নাগরিক-কে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাদের বিভিন্ন সামগ্রী প্রদানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাতে, ব্যয় ধরা হয়েছিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। কিন্তু, করোনা-র প্রকোপে শিবির আয়োজিত করা সম্ভব হয়নি।

এদিন তিনি বলেন, এখন পশ্চিম এবং খোয়াই ত্রিপুরা জেলায় ওই যোজনা বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু, এখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী-র অনুরোধে বাকি ছয় জেলায় ওই যোজনা বাস্তবায়িত হবে। ফলে, ত্রিপুরার সব জেলায় প্রবীণ নাগরিকরা ওই যোজনার অধীন সুযোগ-সুবিধা পাবেন বলে আশ্বস্থ করেন তিনি। আজ সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় কম্পোজিট রিজিওনাল সেন্টার-র নতুন ভবন নির্মাণে অর্থ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোটে থাকা কিংবা বেরিয়ে যাওয়া সবটাই আইপিএফটির উপর নির্ভর করছে ঃ বিজেপি

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) ।। জোট ধর্ম বজায় রেখে ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যতে বিজেপি-র সাথে বৈঠকের জন্য আইপিএফটি-কেই ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। কারণ, ত্রিপুরায় শাসক জোট শরিক আইপিএফটি ইতিমধ্যে জোট ধর্ম ভেঙে অন্য দলের সাথে আতাত করেছে। ফলে, জোটে থাকা কিংবা জোট ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া, সবটাই এখন শুধুমাত্র আইপিএফটি-র উপর নির্ভর করছে। আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটি-র সাম্প্রতিক ভূমিকা নিয়ে এইভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, জোট আমাদের লক্ষ্য নয়। এডিসিতে মানুষের কাছে ত্রিপুরা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুকুল পরিবেশের প্রয়োজন। সাথে তিনি আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদক তথা জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়াকে নিশানা করে বলেন, সরকারের কাজকর্মে সন্তুষ্ট নন কেন, তার জবাবদিহি করতে তিনিও দায়বদ্ধ।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপি-র ১০ জন জনজাতি বিধায়ক এবং এক সাংসদ আইপিএফটি-র সাথে পাহাড় ভোটে কোন অবস্থায় জোট না করার জন্য দলের প্রদেশ সভাপতিকে চিঠি দিয়েছেন। এবিষয়ে নবেন্দুবাবু বলেন, আইপিএফটির সাথে আমরা এখনও জোটে রয়েছি। তাদের সাথে এডিসি নির্বাচন নিয়ে বৈঠক হয়েছে। কিন্তু, তারা একাধিকবার বৈঠকের আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও আসেননি। তবে, এখন তারা জোট ধর্ম ভেঙ্গে অন্য দলের সাথে আতাত করেছে বলে প্রকাশিত খবরে জানতে পেরেছি।

তাঁর কথায়, জোট ধর্ম বজায় রাখা কিংবা জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া সম্পূর্নই তাদের নিজস্ব বিষয়। তাদের সাংগঠনিক বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে, জোট ধর্ম পালন না করার জন্য উপযুক্ত সময়ে বিজেপিও সিদ্ধান্ত নেবে। তাঁর সাফ কথা, আইপিএফটি জোট ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে চাইলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। এক্ষেত্রে এডিসি নির্বাচনে আমরা একা লড়াইয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, তাদের ভিন্ন নেতা ভিন্ন মত পোষণ করছেন।

নবেন্দুর দাবি, ত্রিপুরা সরকারের গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যানমুখী সিদ্ধান্ত এডিসির মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার অনুকুল পরিবেশর ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে। তবেই, এডিসিতেও উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে এডিসি নিয়ে আইপিএফটির সাথে আলোচনা হয়েছে। এখন ভবিষ্যতেও আলোচনার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা ইচ্ছা প্রকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া মাই গঙ্গা সাব সেন্টারের পাশে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক ব্যক্তি। তার নাম অরুণ দাস। শুক্রবার দুপুর নাগাদ এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় শুক্রবার গ্রামে টাকার কাজ থাকায় তার স্ত্রীর সবিতা দাস লেখার কাজ করতে যান। বাড়িতে অরুন দাস একা ছিলেন। নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজ ঘরের বারান্দায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন তিনি।পরবর্তী সময়ে বাড়ির লোকজন বাড়িতে ফিরে এসে জ্বলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজন তার তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে খবর দেন।খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে আউটডোরে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবির পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ এর পর অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। মুমূর্ষু রোগী কিংবা হাত-পা ভাঙ্গা কোন রোগীকে আউটডোরে নিয়ে যেতে হুইলচেয়ার পর্যন্ত পাচ্ছেন না রোগীর পরিবারের লোকজন।জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের ওঠানামা করানোর জন্য হুইল চেয়ার ও ট্রলির ব্যবস্থা থাকলেও বহির্বিভাগে রোগী নিয়ে আসা দের জন্য হুইল চেয়ার প্রায়ই পাওয়া যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উদ্বোধন করেন আগরতলা বইমেলার। ছবি নিজস্ব।

বইমেলার স্বার্থকতা আসবে সমাজে বইমেলার প্রভাব কতটুকু পড়েছে তার মূল্যায়নে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। বইমেলা ত্রিপুরাবাসীর জন্য নতুন বিষয় নয়। বইমেলার স্বার্থকতা আসবে সমাজে বইমেলার প্রভাব কতটুকু পড়েছে তার মূল্যায়নে। আজ বিকালে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ১৪ দিনব্যাপী ৩৯তম আগরতলা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

তিনি বলেন, এখন ইন্টারনেট, ই-বুকসের যুগ। বলতে গেলে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই রয়েছে পুরো দুনিয়া। এরপরও বইয়ের মূল্যায়ন এবং তার যে স্বার্থকতা কোনও অংশে কম নয়। কোভিড-১৯ যখন গোটা দুনিয়াকে নাড়িয়ে দিয়েছে সে সময়ও বই তার স্বকীয়তা বজায় রেখে নিজের প্রয়োজনীয়তা আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছে। রোগীদের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন বই বিতরণ করা হয়েছে।

আগরতলা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতির সঙ্গে এ রাজ্যের সম্পর্ক সেই রাজন্য যুগ থেকে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে এই বিষয়গুলি ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। এই বিষয়ে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। এগুলির মধ্যে রয়েছে বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর আধুনিকীকরণ, জেলা লাইব্রেরীগুলির আধুনিকীকরণ, ১৬৪টি পাঁয়েত লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা, ইন্টারনেটের সংযোগ দেওয়া, ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এরজন্য রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা যে কলা, সংস্কৃতির জন্য সুদীর্ঘকাল থেকে সমৃদ্ধ তার প্রমাণ পাওয়া যায় থাঙ্গা দার্লং, বেনীচন্দ্র জমাতিয়া, সত্যরাম রিয়াং-র পদ্মশ্রী পুরস্কার পাবার মধ্য দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বইমেলা আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন উপহার নিয়ে এসেছে। বই মেলা মানে শুধুমাত্র বই কেনা বা পড়া নয়, বড় বিষয় হচ্ছে মানসিকতা তৈরি করা। ইতিবাচক উন্নয়নের, স্বনির্ভরের মানসিকতা এই মেলার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আরও বেশি করে গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্যের বর্তমান সরকার বিভিন্ন সেক্টারে সঠিক দিশায় কাজ করে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখানে কোন কিছুর জন্য আন্দোলন করতে হয়না। কোভিড পরিস্থিতির জন্য অনেক রাজ্যে যেখানে কর্মচারিদের বেতন ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত কাটছাট করা হয়েছে সেখানে ত্রিপুরার কর্মচারিদের বেতন এক টাকাও হাস করা হয়নি। উল্টো বিনা ডেপুটেশনে কর্মচারিদের জন্য তিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পৃথক স্থানে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। শুক্রবার সন্ধ্যায় আগরতলা শহরের মিলনচক্র এলাকায় একটি বাড়িতে অগ্নিকান্ডে বসতঘর পুড়ে গিয়েছে। বাধারঘাট ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুন লাগার কারণ হিসেবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের অনুমান বৈদ্যুতিন সর্ট সার্কিট।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেল তেলিয়ামুড়া পুলিন পুর এলাকার একটি বসতবাড়ি এবং পার্শবর্তী দোকানপাট।শুক্রবার তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার পুলিন পুর এ একটি ওয়েল্ডিং হাউজের দোকান থেকে ওয়েল্ডিং এর আগুন ছিটকে পড়ে পার্শবর্তী একটি বাড়ির বনের কুঞ্জে আগুন ধরে যায়। দিন-দুপুরে আগুন লাগার সাথে সাথেই স্থানীয় লোকজন এবং পরিবারের লোকজন এগিয়ে যান। খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীকে।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আজকের ছাত্রছাত্রীদের উপর ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। গুণগত শিক্ষা অর্জন করে সমাজের কল্যাণে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই তাদের শিক্ষা সার্থকতা পাবে। রাজ্য, দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আজকের ছাত্রছাত্রীদের উপর।

আজ উমাকান্ত একাডেমি আয়োজিত কৃতি সম্বর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উমাকান্ত একাডেমিতে এসেছিলেন। এটাই এই বিদ্যালয়ের সার্থকতা। রাজ্যে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃতে নতুন সরকার ৩৯টি নতুন সংস্কার এনেছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তিনি ছাত্রছাত্রীদের স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে প্রকৃত মানুষ হিসাবে সমাজ কল্যাণে এগিয়ে আসার আহান জানান। অনুষ্ঠানে বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা বলেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য সংযমী হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, যারা সংযমী তারাই আজ কৃতি। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, সফলতা পেয়ে সমাজের কল্যাণের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করতে পারলে তবেই জীবনের সার্থকতা আসবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষক গৌতম মজুমদার, সভাপতিত্ব করেন উমাকান্ত একাডেমির প্রধান শিক্ষক রাজেশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ২০২০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্ট্যান্ড করা ৬ জন ছাত্রকে কৃতি সম্বর্ধনা ও ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ১৬ জন ছাত্র কে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয় এবং সহচরী দেবী, তুহিন স্মৃতি, অজয় স্মৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয়।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৩৮ ▫ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫১৪ ফাল্গুন ▫ শনিবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মুখোশের নিচে

মানুষের মনের কথা আর মুখের কথা আলাদা। ওই ধরনের মানুষ মনে মনে জানে সে কী করিবে, কিন্তু হাসিমুখে অন্য কথা আউড়ে যায়। ব্যাপারটকে মুখোশের আড়ালে মুখ লুকাইয়া রাখার মতলববাজির সঙ্গেও তুলনা করা চলে। দ্বিচারিতার চাষ রাজনীতিতে বিস্তর। কোনও কোনও দল ও নেতা দ্বিচারিতাকে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করিতে পারেন। সেই দল বা নেতা জানেন, কোনটা করা সম্ভব আর কোনটা করা অসম্ভব, কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা অনুচিত বা অপরাধ। তবু, তাঁহারা স্রেফ মানুষের হাততালি কুড়াইবার জন্য কিছু অন্যায় ঘোষণা করেন, আশ্বাস দেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শোনান। তাঁহাদের এই কারিগরি মূলত ভোট হাতানোর উদ্দেশ্যে। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হইল বহুদলীয় গণতন্ত্র। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে সরকার তৈরি হয় বহু দলের ভিতর নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে। কোনও কোনও পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ দল ভোটারদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করিতে পারিলে লাভবান হয়। অতএব সেই বিশেষ দলটি মেরুকরণের উদ্দেশ্যে কিছু ইস্যু তৈরি করে। কিছু মানুষকে আকাশকুসুম স্বপ্নে বিভোর করিয়া দেয়। কখনও কখনও বহু মানুষ ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত, আন্দোলিত হয়। যদিও সেই রাজনৈতিক দল এবং তাদের মস্তিষ্ক গোছের নেতারা জানেন, ভোট মিটে যাওয়ার পর এসব ঘোষণা, আশ্বাস, প্রতিজ্ঞা বা ইস্যুর কানাকড়িও মূল্য থাকিবে না। কারণ কিছু ইস্যু ম্যানুফ্যাকচার করা হয় শুধু ভোট বৈতরণী পেরনোর জন্যই।

যেমন স্বাধীনতার প্রাক্কালে এক মহান নেতা বলেছিলেন, রাষ্ট্রক্ষমতা পাইলে কালোবাজারিদের ল্যাম্প পোস্টে ঝুলাইয়া পেটানোর ব্যবস্থা করিবেন। সত্তরের দশকের এক প্রধানমন্ত্রী গরিবি হটানোর দিনক্ষণ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। মোদির দলীয় এক পূর্বসূরি ভারতবাসীকে ‘ফিল গুড’-এ মজিয়া থাকিবার নিদান দিয়াছিলেন। আর মোদি তো ‘আচ্ছে দিন’ আনিয়াছেন অনেকদিন আগেই! তবে, তাঁহার সেই আচ্ছে দিনের ঠেলায় দেশবাসীর একটা বড় অংশের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মুফতে পনেরো লক্ষ টাকা ক্রেডিট হওয়া কিংবা বছরে দুই-আড়াই কোটি চাকরি দেওয়ার খোঁটা নাই-বা দিলাম আমরা। যখন ইস্যু কিছু কম পড়িয়া যায়, তখন হাতে গরম পাকিস্তান তো থাকেই তাহাকে তোলা! মওকা মতো পাড়িয়া আনিলেই হল। বেস্মদত্যি মার্কা পাকিস্তানকে দুরমুশ করিবার গল্প শুনাইয়া কত ভোট যে পার করিল ভারতের কোনও কোনও জাতীয়তাবাদী দল! কিন্তু চীনের কৌশলের কাছে নিত্য নাকাল হওয়ার ব্যাপারটা যদিও তাহারা স্বীকার করতে লজ্জা পায়।

৮৯ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত সিপিআই নেতা ডি পান্ডিয়ান

চেন্নাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (সিপিআই)-র নেতা ডি পান্ডিয়ান। শুক্রবার সকালে চেন্নাইয়ের রাজীব গান্ধী গভর্মেন্ট জেনারেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই সিপিআই নেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই কিডনির রোগে ভুগছিলেন ডি পান্ডিয়ান, নিয়মিত হেমোডায়ালিসিস চলছিল। হাসপাতাল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ডি পান্ডিয়ানের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তাঁকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়। শুক্রবার সকাল ১০.১৫ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মোট তিন-বার তামিলনাড়ু সিপিআই ইউনিটের দায়িত্ব সামলেছিলেন পান্ডিয়ান। ১৯৮৯ এবং ১৯৯১ সালে দু’’বার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। রাজনীতির পাশাপাশি একজন সাহিত্যিক হিসেবে বেশ পরিচিতি ছিল পান্ডিয়ানের। তিনি আটটি বই লিখেছিলেন এবং ছ’’টি উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন। খুব অল্প বয়সেই সিপিআই ন্যাশনাল সেক্রেটারির দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি।

হকার জটিলতায় থমকে কালীঘাট স্কাইওয়াকের কাজ, ফের প্রস্তুতি ভোটের মুখে

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : অর্থাভাব নেই। আইনি জটিলতাও নেই। সমস্যা কেবল দখলদারদের নিয়ে। সেই জট খুলতে না পারায় দু’বছর ধরে থমকে রয়েছে কালীঘাট স্কাইওয়াকের কাজ। এর মধ্যে নানা সময়ে প্রকল্পটি ‘হচ্ছে, হবে’ বলে দায় এড়িয়েছেন মেয়র তথা পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ফের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ভোটের মুখে। কালীপুজোর আগের দিন দক্ষিণেশ্বরে ‘দেশের প্রথম স্কাইওয়াক’-এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর অনেক আগেই কালীঘাটেও স্কাইওয়াক তৈরির নির্দেশ দেন তিনি। কলকাতা পুলিশ, কেএমডিএ, পুরসভা, দমকলের প্রতিনিধি ও রাইটসের ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে কয়েক বার বৈঠক করেন ফিরহাদ হাকিম। ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারির শেষে প্রকল্পের ডিপিআর জমা দেয় রাইটস। ৩৫০ মিটার লম্বা ওই স্কাইওয়াকের প্রাথমিক খরচ ধরা হয় ১০০ কোটি টাকা। রাইটস-কে নকশা এবং টেন্ডারের কাগজ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাইটসের ইঞ্জিনিয়ারেরা এলাকা ঘুরে স্কাইওয়াকের নকশা তৈরি করেন।

কালীঘাটের স্কাই ওয়াকের টেন্ডার সম্পূর্ণ হলেও কাজ শুরু করতে পারেনি কলকাতা পৌরনিগম। কালীঘাটের মন্দিরের বাইরে রয়েছে দীর্ঘ দিনের রিফিউজি হকার কর্নার। সূত্রের খবর, ১৭৫ জন হকারদের দোকান রয়েছে এই হকার্স মার্কেটে। স্কাই ওয়াকের কাজ করার জন্য হকারদের হাজরা পার্কে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে কলকাতা পৌরনিগম। এই হকারদের দোকান ঘর তৈরি করে দেয় কলকাতা পৌরনিগম। কিন্তু হকারদের বেঁকে বসাতে আটকে গেছে স্কাইওয়াকের কাজ।

স্কাইওয়াক নিয়ে জটিলতা কাটাতে কলকাতা পৌরনিগমের সদর দফতরে কালীঘাটের হকারদের নিয়ে বুধবার বৈঠকে বসেন ফিরহাদ হাকিম। বৈঠকের হকাররা জানান তাদের পুরানো জায়গা ছেড়ে হাজরা পার্কে তৈরি করা নতুন দোকানে গিয়ে বসলে তাঁদের ব্যবসা ক্ষতি হবে। তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য টাকা দিতে হবে। সেই সঙ্গে তাঁরা দাবি করেছেন ব্যবসার ক্ষতির জন্য মাসিক ভাতা দিতে হবে হকারদের।

হকার্স ইউনিয়নের সম্পাদক অমরেশ চন্দ্র পাল জানিয়েছেন তাদের তরফ থেকে বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে পৌর কতৃপক্ষকে। পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিন দিন সময় দিয়েছেন। শুক্রবার সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের সিদ্ধান্ত জানানো হবে পৌর কতৃপক্ষকে। ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, কালীঘাটে স্কাইওয়াকের কাজ রয়েছে হকারদের টালবাহানার জন্য। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও হকারদের জন্য স্কাইওয়াকার এর কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পৌরনিগম। হকারদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে আরও সাজিয়ে দেওয়া হবে তাঁদের দোকানগুলিকে। কিন্তু কোনওরকম পুনর্বাসনের জন্য টাকা অথবা মাসিক ভাতা দেওয়া হবে না। আগামী সপ্তাহেই রাজ্য সরকার স্কাইওয়াক তৈরি করার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড এবং কালীঘাট মন্দিরকে জুড়বে এই স্কাইওয়াকটি। এতে থাকবে তিন জোড়া ‘এসকালেটর’। উল্লেখ্য, নবনির্মিত দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকটি লম্বায় ৩৪০ মিটার। এর থেকে ১১০ মিটার অতিরিক্ত লম্বা হবে কালীঘাটের স্কাইওয়াক। দক্ষিণেশ্বরের স্কাইওয়াকের মতো এটিও চওড়া হবে সাড়ে ১০ মিটার।

স্কাইওয়াকটি তৈরি হয়ে গেলে কালী টেম্পল রোডে যে যানজট হয় তা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গেছে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড থেকে কালী টেম্পল রোড হয়ে মন্দিরের সামনে এই স্কাইওয়াক নামবে। ওই এলাকায় নিকাশি নালা ছাড়াও গ্যাসের লাইন আছে। পুরসভার মানচিত্র অনুযায়ী ওই লাইন সরিয়ে নির্মাণকাজ শুরু করা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নতুন কর কাঠামোর খুঁটিনাটি, পুরানোতে মার্চের মধ্যেই কর সাশ্রয়ী সঞ্চয়

ত্রিদিব ভট্টাচার্য

২০২০-২১ অর্থবর্ষে প্রায় এগারো মাস অতিক্রান্ত হতে চলল। বছর শুরুর মুখোমুখি সময়েই এসেছিল করোনা মহামারি। আর যার দাপাদাপিতে চলে গেল প্রায় সারা বছর। সরকারি, আধা সরকারি ছাড়া প্রায় সব বেসরকারি সংস্থার কর্মী, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের করোনা প্রভাব, ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতির জন্য আয়ে ভাঁটার টান। পেনশনভোগী, ব্যাঙ্কের সুদ নির্ভর প্রবীণদেরও আয় কমছে ব্যাঙ্কের আমানত সহ বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হারের নিম্নগতিতে। আর এই অবস্থায় সবারই কমবেশি সঞ্চয়ে। ধাক্কা লেগেছে। তাতে মাত্র দেড় মাস সময়, নতুন আর্থিক বর্ষ (২০২১-২২ শুরুর আগেই চলতি অর্থবর্ষে আয়করে ছাড় নেবার জন্য কর সাশ্রয়কারী বিনিয়োগ /সঞ্চয় করার কাজটি শেষ করতে হবে। ২০২১-২২ কর নির্ণায়ক বছরে আয়করের ক্ষেত্রে করদাতাদের সামনে থাকছে দুটি বিকল্প। একটিতে থাকবে আমাদের এতদিনের পরিচিত করছাড়ের বিভিন্ন শতাংশ (৫ শতাংশ, ২০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ সঙ্গে সেস। ২০২০-তে পেশ করা ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট ঘোষণায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ আয়করের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে বিকল্পটি এনেছেন সেখানে ৭০টি আয়করের ছাড়ের সুবিধাই থাকছে না। তবে করের হারের সুবিধা মিলাবে। এই ব্যবস্থায় করের আরও ৬টি হার ৫ শতাংশ, ১০ শতাংশ, ১৫ শতাংশ, ২০ শতাংশ, ২৫ শতাংশ এবং ৩০ শতাংশ। এই দুই বিকল্পের যে কোনো একটি বেছে নিয়ে ২০২১-২২ কর নির্ণায়ক বর্ষের আয়কর রিটার্ন দেওয়া যাবে।

যারা পুরনো কর ব্যবস্থা বেছে নিয়ে আয়কর রির্টান জমা দেবেন বলে মনে স্থির করেছেন তাঁদের হাতে আয় কর সাশ্রয়ী, লগ্নির সময় আর খুব বেশি নেই বললেই চলে। ৩১ মার্চের মধ্যেই কর সাশ্রয়ী নগ্নি করতেই হবে। যে কোনো লগ্নিই কিন্তু চিন্তাভাবনার বিষয়। আর আয়ে টানের সময় সঠিক লগ্নির ঠিকানা খুঁজে বের করা আরো কঠিন অক্সিক্যামের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে প্রকাশ---লকডাউনের সময় ৮৫ শতাংশ পরিবারের আয় কমেছে । ৮০ সি ধারায় দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত যেসব বিনিয়োগ/ সঞ্চয়ে বা খরচের ওফর ছাড় পাওয়া যায় বেশ কিছু বছর একই থাকায় আমাদের ধারণা রয়েছে। এজন্য আমরা সে আলোচনায় যাচ্ছি না। নতুন আয়কর ব্যবস্থা বেছে নিয়ে, যারা রির্টান জমা দেবেন, বলে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন, তাঁরা এ ব্যাপারে হালকা মনে রয়েছেন। ছাড়ের জন্য লগ্নির ভাবনা ভাবতে হচ্ছে না। আশা করা যায় আয়করের দুই ব্যবস্থার তুল্যমূল্য বিচার করেই তাঁরা নতুন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকেছেন। তবে রির্টান দাখিলের সময় অন্যরকম ভাবনা থাকলে সঞ্চয়ে মন দিতে হবে।

পুরানো আয়কর ব্যবস্থায় আমরা অনেকটাই সড়গড়। এজন্য আজকের আলোচনার অভিমুখ নতুন আয়কর ব্যবস্থায় রির্টান জমার খুঁটিনাটি।

কীসে ছাড় ঃ নতুন কর ব্যবস্থায় সব ছাড় উঠে গেছে এটা হল বাজার চলতি ধারণা। পুরানো কর ব্যবস্থায় একশোর বেশি ছাড়ের সুযোগ আছে আয়কর আইনের বিভিন্ন ধারায়, বিশেষ করে ৮০সি থেকে ৮০ পর্যন্ত। নতুন কর ব্যবস্থায় এরকম প্রায় ৭৫টি ছাড়ই আর পাওয়া যাবে না। তবে একেবারে কিছুই পাওয়া যাবে না তা নয়। নতুন ব্যবস্থায় আমাদের এতদিনের পরিচিত যে কয়টি ছাড় একেবারে পাওয়া যাবে না সেকথা উল্লেখ করে আমরা কী ছাড় পাওয়া যাবে সেই প্রসঙ্গে যাব। ধার ১১৫ বি এসি নতুন করে ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আয়কর আইনে ১১৫ বিএসি ধারা সংযোজন করে নতুন এই বিকল্প ব্যবস্থা আনা হয়েছে ২০২০-২১ অর্থবর্ষ থেকে । ব্যক্তিবিশেষ বা অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের করদাতারা ইচ্ছে করলে নতন এই করব্যবস্থা বেছে নিতে পারেন।

পাওয়া যাবে না নতুন ব্যবস্থায় যেসব ছাড় পাওয়া যাবে না তার কয়েকটি- (১স্টান্ডার্ড ডিডাকশন (পঞ্চাশ হাজার, বৃত্তি কর, এন্টারটেমেন্ট ভাতা ২, এলটিএ ৩ আয়কর আইন চ্যাপ্টার সিক্স ‘এ’-তে অর্থাৎ ৮০ সিতে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় লগ্নিতে ছাড় ৮০ ডিতে স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামে, শারীরিকভাবে অক্ষয় নির্ভরশীল ব্যক্তির রক্ষনাবেক্ষণ চিকিৎসা (৮০ ডিডিবি); বাড়ি ভাষা বাবদ ছাড় (৮০ জিজি) হাউস রেন্ট অ্যালাওয়েন্স ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বাবদ খরচ আয়কর আইনের ২৪ ধারা অনুসারে গৃহঋণের সুদ ক্ষ্যামিলি পেনশন থেকে আয় ৮০টিটি এ-তে ব্যাঙ্ক / ডাকঘরের সুদ হাজার টাকা, প্রবীণদের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা ৮০ টিটিবি ধারা নাবালক শিশুর আয় থেকে ছাড় ইত্যাদি। আমরা কয়েকটি ছাড় যা বিভিন্ন করদাতা প্রায় নিয়ে থাকেন তার উল্লেখ করলাম। এছাড়া আরো অনেক ছাড় আছে যা নতুন কর কাঠামোতে একেবারেই পাওয়া যাবে না। কী ছাড় পাওয়া যায় কী- ছাড় পাওয়া যাবে, এবার আলোচনা তা নিয়ে। নতুন ব্যবস্থায় যে ছাড় পাওয়া যাবে তা হলঃ

১) বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির গাড়িভাড়া বাবদ ছাড়।

২) চাকুরির জন্যই গাড়িভাড়া বাবদ প্রাপ্য ভাতা।

৩) বদলি বা ট্যুরেরে জন্য প্রাপ্য ভাতা।

৪) কর্মচারী ভবিষ্যনিধি থেকে পাঁচ বছর এক নাগাড়ে চাকরি করার পর অর্থ তুললে তার জন্য আয় কর দিতে হবে না।

৫) পিপিএফ বা পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের মেয়াদ শেষ সুদসহ প্রাপ্য টাকা। ৬) আয়কর আইনের ১০ (১০ডি) ধারা অনুসারে জীবনবিমা থেকে প্রাপ্য আমানিত অর্থ, বোনাস করযোগ্য নয় (মেয়াদ শেষে বা পলিসি ছেড়ে মিলে—উভয় ক্ষেত্রেই)।

৭) চাকরি থেকে অবসর বা ছেড়ে দিলে ছুটির বদলে টাকা পেতে তা করের আওতায় আসবে না।

৮) পাঁচ বছর চাকরি করার পর গ্র্যাচুইটি বারদ প্রাপ্য অর্থ (সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা) আয়কর দিতে হবে না।

৯) পড়াশোনার ব্যয় মেটাতে কোনো স্কলারশিপ পেলে তা করের বাইরে থাকবে ১০ (১৬) ধারা।

১০) ডাকঘর থেকে সেভিংস অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত সুদ (সর্বোচ্চ বছরে সাড়ে তিন হাজার টাকা) সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত অর্থে কোনো কর নেই।

১১) এছাড়া ও এখনও যে ছাড় পাওয়া যাবে তা হল ইপিএফে নিয়োগকর্তার অনুদান, জাতীয় পেনশন প্রকল্পে (এনপিএস) নিয়োগকর্তার অনুদান (১০ শতাংশ) পর্যন্ত। উপরের এই আলোচনা থেকে বলা যায় নতুন কর কাঠঅমোতে পুরানো সব আয়কর ছাড় উঠে গিয়েছে, কথাটি আংশিক সত্যি, এখন ও অল্পবিস্তর রয়েছে। তবে এই ছাইছেড়ের জন্য লগ্নি/ সঞ্চয়ের ব্যাপারটি নেই অর্থাৎ সঞ্চয় করলে ছাড়, নইলে নয়—এরকম নয়।

হারে সুবিধা ঃ ছাড়ের সুযোগ সীমিত হলেও নতুন করব্যবস্থার আকর্ষণ আয়ের স্ল্যাবে ও করের হারে। পুরনো আয়কর কাঠামো থেকে নতুন কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্ল্যাবে করের হার অনেক নমনীয়। তবে হারের সুবিধা থাকলেও ছাড় না থাকায় করভার কমবে কিনা তা নির্ভর করবে ব্যক্তিবিশেষের আয়ের পরিমাণ, আয়কর ছাড়ের কতটা নিতে পারছেন, বয়স ইত্যাদির ওপর। একই আয়ে দু’জনের মধ্যে আয়করের বোধা দু’রকম হতেই পারে।

পুরোনো আয়কর ব্যবস্থার আর নতুন আয়কর কাঠামোর পারস্পরিক তুলনা করা যেতে পারে।

পুরোনো ব্যবস্থায় সবরকম ছাড় বাদ দেবার পর করযোগ্য আয় ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে কোনো কর দিতে হবে না। প্রবীণদের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নতুন পুরাতন দুই ব্যবস্থাতেই কর হার একই -৫ শতাংশ।

৫ লক্ষ টাকার পর থেকেই আয়করের স্ল্যাবে এবং করহারে পার্থক্য শুরু। পুরনো কর ব্যবস্থায় ৫ লক্ষের বেশি থেকে ১০ লক্ষের মধ্যে এই স্ল্যাবে করের হার ২০ শতাংশ। কিন্তু নতুন কর ব্যবস্থায় ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে আর ৭.৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা। এই দুই স্ল্যাবে করের হার যথাক্রামে ১০ শতাংশ এবং ১৫ শতাংশ।

পুরনো কর ব্যবস্থায় করযোগ্য আয় ১০ লক্ষ টাকা পার হলেই করের হার ৩০ শতাংশ। কিন্তু নতুন কর ব্যবস্থায় ২০ লক্ষের বেশি থেকে ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে রয়েছে আরো দুটি স্ল্যাব এবং দুটি কর হার। ১০ লক্ষের বেশি থেকে ১২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করের হার ২০ শতাংশ। আর তারপরে ১২.৫ লক্ষের বেশি থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করের হার ২৫ শতাংশ আর ১৫ লক্ষ টাকার বেশি হলেই করের হার ৩০ শতাংশ (পুরনো ব্যবস্থায় ১০ লক্ষের বেশি হলেই এই হার) নতুন কর ও পুরনো কর ব্যবস্থায় সারচার্জ ও সেস একই।

পুরনো ব্যবস্থায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়করে রিবেট পাওয়া যায় ১২,৫০০ টাকা। নতুন ব্যবস্থায় এর রকম কোনো সুযোগ নেই।

ব্যবসা থেকে আয়ে সুবিধা ঃ নতুন কর ব্যবস্থায় ব্যবসা থেকে আয়ে যেসব সুবিধা একেবারেই মিলবে না (১) ৩২ এডি ধারা অনুসারে লগ্নি অ্যালাওয়েন্স, (২) মূলধনী ব্যয় এবং এসই জেডের ইউনিটের ছাড়।

এছাড়াও জন্য কোনোরকম ছাড় পাওয়া যাবে না। সম্প্রতি জানানো হয়েছে ৩২ (১) ধারা অনুসারে নতুন মেশিন / প্ল্যান্টের জন্য অ্যাডিশনাল ডেপ্রিসিয়েশনের ছাড় পাওয়া যাবে।

কর ব্যবস্থা বাছাই কীভাবে ঃ এই দুই কর ব্যবস্থার কোনটা ভালো এক কথায় তা বলা সম্ভব নয়। বিষয়টি নির্ভর করবে করদাতার নিজস্ব অবস্থার ওপর। কোনো রকদাতা যদি আয়কর ছাড়ের বিভিন্ন সুবিধা নেবার জন্য সঞ্চয়ে আগ্রহী হন, গৃহঋণ নিয়ে থাকেন, তবে হয়তো পুরনো করব্যবস্থাই ভালো হতে পারে। আবার কর ছাড় নেবার সঞ্চয়/ লগ্নি না থাকলে নতুন কর ব্যবস্থা ভালো হতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আর্থিক বছর শুরুতেই করদাতাকে কাগজ পেন্সিলে হিসেব করে দুই করা ব্যবস্থার মধ্যে কোন ব্যবস্থায় তার করভার কমবে তা জানা সম্ভব। নতুন পুরনো কর কাঠামো বাছাই নিজ পছন্দ অনুসারেই নতুনই বাছতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাছাইয়ের পর কী করণীয় ঃ চাকুরিরত যারা নতুন কর কাঠামোতে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে আগ্রহী তারা ইতিমধ্যে নিয়োগকর্তাকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আর্থিক বছর শুরুতেই এই ইচ্ছার কথা জানানো ব্যধ্যতামূলক। আর এই ইচ্ছার কথা একবার জানালে বছরে মাঝে কোনো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে রিটার্ন জমা করার সময় নতুন কর ব্যবস্থায় রিটার্ন জমা না করে পুরনো কর কাঠামো অনুসারে আয়কর রিটার্ন জমা করতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনো আইনি বাধা নেই। কোনো চাকুরিজীবী নতুন কর ব্যবস্থা না জানলে যথারীতি টিডিএস কাটা হবে পুরনো ব্যবসতা অনুসারেই। চাকুরিজীবী কোনো একটি ব্যবস্থা বেছে নিয়ে আয়কর রিটার্ন জমা করলেও পরের বছর তিনি অন্য বিকল্প বেছে নিয়ে আয়কর রিটার্ন জমা করতে পারেন।

সাধারণ করদাতারা রিটার্ন দেবার সময় তাদের পছন্দের কর কাঠামো বেছে নিতে পারবেন এবং প্রতিবছর ইচ্ছে করলে পছন্দ পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে কোনো করদাতার ব্যবসা থেকে আয় করলে তার ক্ষেত্রে এই সুযোগ নেই---অর্থাৎ তিনি প্রতিবছর পছন্দ করতে পারবেন না। একবারই সুযোগ পাওয়া যাবে, নতুন থেকে পুরনো কাঠামোতে ফিরে যাবার। আর একবার ফিরে গেলে আর নতুন কর কাঠঅমোতে ফেরা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য নতুন কর ব্যবস্থা বেছে নিলে আয়কর রিটার্নের সঙ্গে ফর্ম ১০ আই ই পুরণ করে ইচ্ছের কথা জানাতে হবে।

নতুন কর কাঠামো নিয়ে উপরের এই আলোচনা থেকে প্রাথমিক ধারণা নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছে। নতুন কর কাঠামোর প্রস্তাব পেশ করে কেন্দ্রীয় নির্মলা সীতারমণ দাবি করেছিলেন---আয়কর হিসাবের জটিলতা নেই। কিন্তু যাঁদের বার্ষিক আয় ১০-১২ লক্ষ টাকার মধ্যে করসাশ্রয়ী বিভিন্ন প্রকল্পে কমবেশি লগ্নি করেন, তাঁরা কতটা নতুন কাঠামোর কর ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকবেন তা নিয়ে অনেকেরই সংশয় রয়েছে। কিন্তু এবার আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য একটি বিকাশ বাছতেই হবে। এজন্য হিসেব পর্ব শেষ না হলে আর দেরি নয়। পুরনো বাছাইয়ে করলে দেকে নিন—পুরো ছাড় নিতে পারছেন কি? এখনও সময় আছে লগ্নির ঘাটতি মিটিয়ে পুরো ছাড় নিয়ে আয়কর ভার লাঘব করার। ৩১ মার্চ হল সাশ্রয়ী লগ্নির শেষ দিন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নারী সুরক্ষা নয়, তথ্যপ্রযুক্তি, রেল, সড়ক ও পরিবহণে ব্যবহৃত হচ্ছে ‘নির্ভয়া তহবিল’-এর টাকা!

নন্দগোপন পাত্র

১৬ ডিসেম্বর ২০১২ এক নৃশংস ঘটনার সাক্ষী ছিল গোটা দেশ। রাজধানী দিল্লির বুকে নির্মম গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন নির্ভয়া। এরপর নির্ভয়া তেরো দিন বাঁচার জন্য আপ্রাণ লড়াই করে মৃত্যুর কাছে হার মেনেছিলেন। তার মৃত্যুর পরই অবশ্য গোটা দেশ গর্জে উঠেছিল। কখনও সেই গর্জন শোনা গিয়েছে মোমবাতি হাতে নীলব মিছিলের মুখরতায়, কখনও সোচ্চার আওয়াজে। বিক্ষোভের আঁচ রাষ্ট্রপতি ভবনের দরজায় পৌছে গিয়েছিল। রাজধানী সাক্ষী ছিল এতিহাসিক বিক্ষোভের। নির্ভয়াকে ঘিরে আবেগের কথা মাথায় রেখেই ২০১৩ সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকার শুরু করেছিল ননির্ভয়া তহবিল?। বরাদ্দ হয়েছিল ১০০০ কোটি টাকা।

এই তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল এমারজেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম, সেন্ট্রাল ভিক্টিম কম্পেনসেশন ফান্ড মহিলা ও শিশুদের উপার সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ, ওয়ান স্টপ স্কিম, মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়ার এবং মহিলা হেল্পলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে খরচ করা। এই তহবিল যথাযথ ব্যবহার সহ সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত হয়েছিল দশ সদস্যের এমপাওয়ার্ড কমিটি। নির্ভয়া কাণ্ডের পর সরকার এ-ও ঘোষণা করেছিল ধর্ষিতা ও যৌননিগ্রহেদের জন্য মেডিকেল, আইন ও মানসিক সহায়তা একই ছাদের তলায় দেওয়া হবে। যাতে আক্রান্তেদের কোনও ধরনের মানসিক হেনস্থার মুখে পড়তে না হয়। এককথায় শুধুমাত্র নারী সুরক্ষা নয়, এক অচলায়তনকে ধাক্কা দিয়ে বহু কাঙ্খিত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল এই তহবিল। লক্ষ্যণীয় হল, এত কাণ্ডের পরেও অরাধে রাশ টানা যায়নি। প্রায় রোজ দেশের কোনও না কোনও প্রান্ত থেকে নির্যাতনের কভর আসে।

এবার দেখাযাক তহবিলে বরাদ্দ টাকার ব্যয় সম্পর্কে। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ পর্যন্ত কেন্দ্রে দেওয়া ৮৫৪.৬৬ কোটি টাকার মধ্যে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল খরচ করতে পেরেয়ে মাত্র ১৬৫.৪৮ কোটি। সরকারি তথ্যে প্রকাশিত পাঁচটি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্ভয়া তহবিলের টাকা খরচের ক্ষেত্রে এগিয়ে। চণ্ডীগড় ৫৯.৮৩ শতাংশ, মিজোরাম ৫৬.২৩ শতাংশ উত্তরাখণ্ড ৫১.৬৮ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ৪৩. ২৩ শতাংশ এবং নাগাল্যাণ্ড ৩৮.১৭ শতাংশ। লজ্জার বিষয় হল মণিপুর, মহারাষ্ট্র এবং লাক্ষাদ্বীপ একটি টাকাও খরত করতে পারেনি। আমাদের রাজ্যে যে খুব এগিয়ে ছিল তা বলা যাবে না। দিল্লি ০.৮৪ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গ ০.৭৬ শতাংশ। এর মধ্যে দিল্লি যে টাকা খরচ করেছে তা কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণের জন্য কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রশাশিত অঞ্চল সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ প্রকল্পে এক টাকাও খরচ করতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে ২১ টি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ক্ষতিপূরণ তহবিলের টাকায় হাত দেয়নি। আবার ১০১৯ প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ‘নির্ভয়া তহবিল’-এর টাকা খরচই করতে পারেনি বেশিরভাগ রাজ্য। খরচের তালিকায় শীর্ষ রয়েছে দিল্লি। ১৯৪১.৫৭ লক্ষ টাকা খরচ করতে পেরেছে যেখানে মোচ বরাদ্দ ৩৯০৯.১২ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থান আছে কর্ণাটক ১৯১৭২.০৯ লক্ষের মধ্যে ১৩৬২ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। মহারাষ্ট্র, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা, সিকিম এবং দমন ও দিউ তহবিলের একটি টাকাও খরচ করতে পারেনি। আর আমাদের রাজ্য ৬৫৩.০৮ লক্ষের মধ্যে ১৪৭.০৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে পেরেছি।

> নির্ভয়া তহবিল নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্স ফ্যাম এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানাচ্ছে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেটে কেন্দ্র নির্ভয়া তহবিলের জন্য বরাদ্দ করেছিল ৪৩৫৭.৬২ কোটি টাকা। কিন্তু সরাসরি নারীকল্যাণে তাহা বিশেষ কাজে লাগেনি। বরাদ্দের ৩৭ শতাংশ খরচ করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ছাড়াও কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, রেল, সড়ক ও পরিবহণের মতো মন্ত্রকেও নির্ভয়া তহবিলের টাকা দেওয়া হয়েছিল।

নির্ভয়া তহবিল নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্স ফ্যাম এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানাচ্ছে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেটে কেন্দ্র নির্ভয়া তহবিলের জন্য বরাদ্দ করেছিল ৪৩৫৭.৬২ কোটি টাকা। কিন্তু সরাসরি নারীকল্যাণে তাহা বিশেষ কাজে লাগেনি। বরাদ্দের ৩৭ শতাংশ খরচ করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ছাড়াও কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, রেল, সড়ক ও পরিবহণের মতো মন্ত্রকেও নির্ভয়া তহবিলের টাকা দেওয়া হয়েছিল। রিপোর্টের দাবি, অধিকাংশ মন্ত্রকই সেই টাকা খরচ করেনি। কিংবা খরচ করলেও তা সিসিটিভি, পথে আলোর সংখ্যা বাড়ানো অথবা রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি বিপর্যয় মোকাবিলার কাজেও এই অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। রিপোর্ট থেকে আরও জানা যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থদের ৬০ শতাংশকে সাহায্য করতে হলে যে টাকা প্রয়োজন তার ২৫ শতাংশও বরাদ্দ হয়নি। ফলত, তহবিল থাকলেও আশ্রয় শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষত কর্মী নিয়োগ করা হয়নি, ধর্ষণের প্রমাণ সংরক্ষিত রাখিবার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নির্মিত হয়নি, এমনকি নির্যাতিতাকে উদ্ধারের পর তাঁহাকে নতুন পোশাকও দেওয়া হয়নি। এবং অভিযোগ তহবিলে যেটুকু অর্থ সঞ্চিত আছে, তা যথাযথ ব্যবহার করা হয় না। আধিকারিকদেরও স্পষ্ট ধারণা নেই, এই খাতের অর্থ কোথায়, কীভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের বার্ষিকী : বায়ুসেনাকে স্যালুট রাজনাথ ও অমিতের

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ঠিক দু"বছর আগে, ২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সিআরপিএফ-এর কনভয়ে হামলা চালায় জৈশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিরা। সেই হামলার রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই, সেই বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি বালাকোটে জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করে 'এয়ারস্ট্রাইক' করে ভারত। জঙ্গি গোষ্ঠী জৈশ-ই-মহম্মদের ডেরায় ফেলা ভারতীয় বায়ুসেনার মিরাজ-২০০০-এর 'স্পাইস বোমা' প্রাণ নিয়েছিল অন্তত ৩০০ জন সন্ত্রাসবাদীর। বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের বার্ষিকীতে ভারতীয় বায়ুসেনার বীরত্বকে কুর্নিশ জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং : কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং টুইট করে লিখেছেন, 'বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের বার্ষিকীতে, ভারতীয় বায়ুসেনার সাহস ও শ্রমশীলতাকে স্যালুট জানাচ্ছি। বালাকোট স্ট্রাইকের সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় পদক্ষেপ। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আমরা গর্বিত, যাঁরা দেশকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখেছেন।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ : শুক্রবার সকালে টুইট করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, '২০১৯ সালের এই দিন, পুলওয়ামা সন্ত্রাসী হামলার মোক্ষম জবাব দিয়ে ভারতীয় বায়ুসেনা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নতুন ভারতের নীতি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমি পুলওয়ামার বীর শহিদদের স্মরণ করছি এবং বায়ুসেনার বীরত্বকে কুর্নিশ জানাচ্ছি।'

নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তুরূপের তাস করতে চায় বিজেপি

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : যে পাঁচটি রাজ্যে ভোট ঘোষণা হল, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা দেশ। কারণ, বিজেপি নেতৃত্ব বাংলাকেই তাঁদের 'পাখির চোখ' করেছেন। সূত্রের খবর, এই নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তুরূপের তাস করতে চায় বিজেপি। তৃণমূলের সঙ্গে তাঁদের তরজা এবং রাজনৈতিক লড়াই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভোঠ ঘোষণার আগেই চড়েছে ভোটের উত্তাপ। এই পরিস্থিতিতে ভোট ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় 'দখলদারি এবং সংঘর্ষ'-এর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন এবং রাজনৈতিক মহল। বছর বাংলায় ২৯৪, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে শুরু করেছে রাজ্যে। বিভিন্ন 'স্পর্শকাতর' এলাকায় তারা রুট মার্চও শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ২৯৪, অসমে ১২৬, কেরলে ১৪০, তামিলনাড়ুতে ২৩৪ এবং কেরলে ৩০টি আসনে ভোট হবে। শুরুতে জল্পনা ছিল, ভোট ঘোষণা হবে মার্চের প্রথম সপ্তাহে। তা আরও জোর পেয়েছিল সপ্তাহের প্রথমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমে গিয়ে ৭ মার্চ ভোট হতে পারে বলে মন্তব্য করায়। কিন্তু সব মহলকে খানিকটা চমকে দিয়েই ফেব্রুয়ারিতেই ভোটের দিন ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে শুরু করেছে রাজ্যে। বিভিন্ন 'স্পর্শকাতর' এলাকায় তারা রুট মার্চও শুরু করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারংবার বাংলায় সফরে এসে বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর শাসনে ভোট হবে। ফলে ভোটাররা যেন ভয় না পেয়ে নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে ভোট দেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মুখ খুলেছে তৃণমূল। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার খবর প্রসঙ্গে রাজ্যের শাসক শিবির তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, তাদের আশা, নির্বাচন কমিশন 'নিরপেক্ষ' ভাবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে 'অবাধ এবং নিরপেক্ষ' ভোট হবে।

বাংলাদেশে কারাবন্দি অবস্থায় লেখকের মৃত্যুকে 'রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড' আখ্যা দিয়ে দিনভর প্রতিবাদ

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় কারাবন্দি অবস্থায় লেখক মুশতাক আহমেদ বৃহস্পতিবার রাতে মারা যান। এই ঘটনাকে 'রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড' হিসেবে অভিহিত করে শুক্রবার দিনভর বিক্ষোভে সামিল দেশটির বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা। লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার বাংলাদেশের রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে সড়ক আটকিয়ে বিক্ষোভ করছেন বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা। এদিন বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি শাহবাগ ও পরীবাগ মোড় ঘুরে ফের শাহবাগে এসে অবস্থান নেয়।এসময় তারা শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে শুরু করেন। এ সময় শাহবাগ এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

এদিন, শাহবাগ মোড়ে বিক্ষোভে বক্তৃতায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের (বাসদ)সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন অভিযোগ করেন, গত বছরের এপ্রিলে লেখনীর মাধ্যমে দুর্নীতি-লুটপাটের প্রতিবাদ করেছিলেন লেখক মুশতাক। 'তার অপরাধ ছিল, তিনি সাধারণ মানুষের পক্ষে, অব্যবস্থাপনা-দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তাই কারাগারে আটকে রেখে তাকে নির্মম নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি ছয়বার জামিনের আবেদন করলেও তা নির্বিকারভাবে নাকচ করা হয়েছে। এটি নির্মম রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড।'

এদিনের বিক্ষোভ সভাবেশ থেকে আন্দোলনকারীরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবি জানান। সেই সঙ্গে মুশতাকের মৃত্যুর সঠিক তদন্ত করার দাবি জানান। আজ সন্ধ্যা ৬টায় তারা একটি মশাল মিছিল করার ঘোষণা করেছে। এছাড়া আগামী ১ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, গত বছর মে মাসে আটক হয়েছিলেন লেখক মুশতাক আহমেদ।দীর্ঘ নয় মাস ধরে কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কারাগারে ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে কারাগারেই মারা যান তিনি। -হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

করোনা আক্রান্ত অভিনেতা শন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত ছোটপর্দার 'উজান' শন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ধারাবাহিকের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ তিনি। আপাতত তিনি হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

জানা গিয়েছে, নতুন ছবির শুটিং করতে দেরাদুনে গিয়েছিলেন তিনি। কিছুদিন আগেই বাড়ি ফিরেছেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকেই স্বাদ ও গন্ধের অভাবে ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে করোনা পরীক্ষা করালে তাঁর রিপোর্ট পজেটিভ আসে। এক সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কোনও উপসর্গ বা জ্বর ছিল না। তিনি সমস্ত কোভিড বিধি মেনেই চলতেন। তাও কীভাবে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন তা বুঝতে পারছেন না। চিকিৎসক তাঁকে কিছু ভিটামিন ও অন্যান্য ওষুধ দিয়েছেন ও স্টিম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আপাতত চিকিৎসকের কথা মেনে তিনি হোম আইসোলেশনেই রয়েছেন।প্রসঙ্গত, 'এখানে আকাশ নীল' ধারাবাহিকে উজান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। এরপর ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের ছবি দিয়ে বড় পর্দায় আসতে চলেছেন এই অভিনেতা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এবারের নারী দিবস উদযাপনে বাড়তি মাত্রা তৃণমূলনেত্রীর

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি .স.) : কেউ পছন্দ করুন বা না করুন, মেনে নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারীশক্তির প্রতিভূ। এই মুহূর্তে দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। ফলে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে যে তিনি আলাদা গুরুত্ব দেবেন, সেটাই প্রত্যাশিত। প্রতি বছর সেটা দেনও। তবে, এবার আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বদল হচ্ছে এর আঙ্গিক। অন্যান্য বছরের মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আসন্ন নারীদিবসেও পথে নেমে মিছিল করবেন। হবে পথযাত্রা। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রীর মিছিলের রুট বদলাচ্ছে বলে খবর। দলীয় সূত্রে খবর, এ বছর ৮ মার্চ ভবানীপুর থেকে যাদবপুরে রোড শো করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্যবার সাধারণত উত্তর থেকে মধ্য কলকাতায় পদযাত্রা করেন তিনি। এবার দক্ষিণ কলকাতায় পথযাত্রা করবেন। যখনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনও বড় ইস্যু তৈরি হয়েছে, প্রতিবাদের পথে নামতে হয়েছে তৃণমূল নেত্রীকে, তিনি বেছে নিয়েছেন এই দিনটিকে। আর এ বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। শুক্রবার বিকেলের মধ্যেই স্পষ্ট হচ্ছে, রাজ্যে কবে থেকে ভোটপর্ব শুরু হচ্ছে। আর নির্বাচনকে সামনে রেখেই নারী দিবসে পথেই থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনই খবর দলীয় সূত্রে। এবারের ভোটে শাসকদল তথা তৃণমূলের স্লোগান — বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। অর্থাৎ নারীশক্তিকে সামনে রেখেই এবারের ভোটযুদ্ধে নামতে চায় তৃণমূল। দলের সমস্ত নির্বাচনী প্রচারে এগিয়ে রাখা হচ্ছে মহিলা সদস্যদেরই। কারণ, দলের মূল চালিকাশক্তিই নারী। সকলের 'কাছের মানুষ', 'জননেত্রী' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তাঁর নেতৃত্বেই ভবানীপুর থেকে যাদবপুর পর্যন্ত রোড শো। সেখানে বিশেষ বার্তা দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের আগে মহিলা মহলে জনসংযোগের জন্য এই দিনটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, এমনই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ফের আসছেন অমিত শাহ কলকাতায় একাধিক কর্মসূচি

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এক পক্ষকালের মধ্যে ফের পশ্চিমবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এ রাজ্য দখল করতে মরিয়া বিজেপি। গেরুয়া শিবিরকে চাঙ্গা করতে মার্চের ২ তারিখ ফের আসছেন তিনি।

সূত্রের খবর, মার্চের ২ তারিখ উত্তর কলকাতার টালা থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত মিছিল করবেন অমিত শাহ। তার পরের দিন অর্থাৎ ৩ মার্চ দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত মিছিল করবেন তিনি। সব মিলিয়ে বঙ্গজয়ে এবার সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গেরুয়া শিবির।

এর আগে, ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সফরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র সূচনা করেছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, মালদহে একটি জনসভাতেও যোগ দিতে পারেন তিনি। কাকদ্বীপে কলকাতা জোনের যে 'পরিবর্তন যাত্রা'র সূচনা শাহ করেছিলেন তার সমাপ্তি হওয়ার কথা ওই দিন। রাজ্য বিজেপি-সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। বস্তুত, ভোটমুখী বঙ্গে বিজেপির প্রচারের মূল হাতিয়ারই হয়ে উঠেছে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান। এর সঙ্গে উন্নয়নের বার্তাও মিশিয়ে দিচ্ছেন শাহ। দলের রাজ্য নেতারা তো বটেই, কেন্দ্রীয় নেতারাও সভাসমিতি থেকে বারবার এই স্লোগান দিয়েছেন। আসলে, পশ্চিমবঙ্গ দখলে গেরুয়া শিবিরের প্রচারের লাইন মূলত তৃণমূলের তোষণের বিরুদ্ধে সরব হওয়া।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সভা-সমাবেশগুলি থেকে রামের নামে স্লোগান দিয়ে হিন্দুদের একজোট করার চেষ্টা করছে বিজেপি। আবার প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় নেতারা চেষ্টা করছেন, দলের গায়ে যাতে সাম্প্রদায়িক তকমা না সেঁটে যায়, সেটা নিশ্চিত করতে। পাশাপাশি, 'পরিবর্তন' ও 'উন্নয়ন'-এর ডাক দিয়ে 'সোনার বাংলা' গড়ে দেওয়ার জন্য দল যে তৎপর, সেই বার্তা দিচ্ছেন শাহ। ফের বঙ্গ সফরে এসে ধর্মের সঙ্গে উন্নয়নের দাওয়াই মিশিয়ে ভোট বৈতরণী পার করার চেষ্টা করছেন বিজেপি'র 'চাণক্য'। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জম্মু-কাশ্মীরে দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ফল ঘোষিত পাশের হার ৭৫ শতাংশ

জম্মু ও শ্রীনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে ঘোষিত হল দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ফল। শুক্রবার সকালে দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেছে জম্মু-কাশ্মীর বোর্ড অফ স্কুল এডুকেশন। দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় মোট পাশের হার ৭৫ শতাংশ। ছাত্রদের পাশের হার ৭৪.০৪ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৭৬.০৯ শতাংশ।

বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোট ৭৫,১৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী (৩৮,৩৪০ জন ছাত্র এবং ৩৬,৭৯২ জন ছাত্রী) দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় বসেছিল। তাঁদের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫৬,৩৮৪ জন ছাত্র-ছাত্রী। পরীক্ষা পাশ করতে পারেননি ১৮,৬২৬ জন ছাত্র-ছাত্রী।

সল্টলেকে চালু ছোট পোষ্যদের চিকিৎসাকেন্দ্র

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সল্টলেকে শুক্রবার চালু হল প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র। যেখানে মিলবে ছোট পোষ্যদের চিকিৎসার জন্য একগুচ্ছ পরিষেবা।

অনেকের বাড়িতেই দেখা মেলে গৃহস্থ পোষ্যের। কুকুর, বেড়াল, পাখি, খরগোশ, কাঠবেড়ালি প্রভৃতি হরেক কিসিমের প্রাণীরা আমাদেরই সঙ্গে পরিবারের একজন সদস্য হয়ে থেকে যায়। আমাদের সুখদুখের ভাগিদারও হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে এই সব প্রাণীদের চিকিৎসা নিয়েও সমস্যায় পড়তে হয়।

সল্টলেকের প্রাণী সম্পদ বিকাশ ভবন প্রাঙ্গণেই নতুন প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এদিন উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যায়ে নবনির্মীত এই প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রতে মিলবে ইসিজি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, রক্ত সিরামের বিভিন্ন পরীক্ষা, পরজীবী সংক্রমণ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ, আধুনিক শল্য চিকিৎসার যাবতীয় সুযোগসুবিধা। এর পাশাপাশি আগামী দিনে এই কেন্দ্র থেকেই মিলতে চলেছে পোষ্যদের চোখ, কান ও দাঁতের পরীক্ষা পরিষেবাও। এর ফলে সল্টলেক ও আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদের কাছে বিশেষ করে যাদের বাড়িতে ছোট পোষ্য থাকে তাঁদের ক্ষেত্রে অনেকটাই সমস্যার সমাধান করবে এই নবনির্মিত প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

এই পরিষেবাকেন্দ্র চালু হয়ে যাওয়ায় এখন সারা রাজ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের অধীনে ১০৪টি রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৮টি পলিক্লিনিক, ৩৪২টি ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ২৭২টি অতিরিক্ত ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু বলে দাবি করা হয়েছে দফতরের তরফে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

যে ভাবেই হোক ব্রিগেডে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে চাই, আরজি বাম ছাত্র-যুবদের

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুহূর্তের জন্য হলেও ব্রিগেডে রবিবারের সমাবেশে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে চাই। ব্যক্তিগতভাবে না আসতে পারলেও ওই সভায় অন্তত একটি 'ই-বার্তা' দিন বুদ্ধদেব। সূত্রের খবর, বাম ছাত্র-যুবদের এই আরজি নিয়ে রীতিমত ফাঁপড়ে পড়েছেন বুদ্ধবাবুর পরিবার।

২০১৯ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বামফ্রন্টের শেষ ব্রিগেড সমাবেশে অসুস্থ শরীর নিয়েই গিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই। কিন্তু মঞ্চে ওঠেননি। তা-ও চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই। মঞ্চের পিছনে গাড়িতে বসে বক্তব্য শুনছিলেন তিনি। সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল অক্সিজেন সিলিন্ডার। নাকে অক্সিজেনের নল পরিহিত সেই বুদ্ধদেবের ছবি দেখে খানিকটা আক্ষেপই করেছিল বামজনতা।

প্রসঙ্গত, ছয়ের দশকে ছাত্র রাজনীতি থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করার পর থেকে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও ব্রিগেড সমাবেশ হয়নি, যেখানে তাঁর উপস্থিতি ছিল না। সেই সূত্রেই সিপিএম কর্মীদের প্রবল ইচ্ছা ব্রিগেডের সভায় অন্তত একটি 'ই-বার্তা' দিন বুদ্ধদেব। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকায় তাঁকে বাদ দিয়েই ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি শুরু করেছে সিপিএম। তবে নেটমাধ্যমে পার্টির ছাত্র-যুব-তরুণরা চাইছেন ব্রিগেড সমাবেশে অন্তত 'ভার্চুয়াল' পদ্ধতিতে কিছু বলুন বুদ্ধদেব। নেটমাধ্যমে সিপিএমের রাজ্য কমিটির তরফে আবেদন জানানো হয়েছে, অন্তত একবার রাজ্যনেতৃত্ব বুদ্ধদেবের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর 'ভার্চুয়াল' উপস্থিতির ব্যবস্থা করুন।

আগামী রবিবার বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস একযোগে ব্রিগেড সমাবেশের আয়োজন করেছে। এবারের ভোটযুদ্ধ সিপিএম তথা বামফ্রন্টের কাছে অত্যন্ত কঠিন লড়াই। তাই একবার বুদ্ধদেব বাম ছাত্র-যুবদের লড়াইয়ের বার্তা দিলে তা অনেক বেশি 'অর্থবহ' হবে বলে মনে করছেন দলের নেতা-কর্মীরা। এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বুদ্ধবাবুর পরিবারের কাছে। সূত্রের খবর, তাঁরা বেশ অস্বস্তিতে পড়েছেন এই অনুরোধে। দলের এক নেতার কথায়, "বুদ্ধদেববাবু ধুলোয় বেরোতে না পারলেও তাঁর ভার্চুয়াল বার্তা পেলে দলের লড়াই আরও শক্তি পাবে। তাই আমরা মনে করছি, তিনি দলের সমাবেশে উপস্থিত না হতে পারলেও কমপক্ষে লিখিত বার্তা পাঠাবেনই।"

২০১৫ সালে ২৭ ডিসেম্বর কলকাতায় সিপিএমের সাংগঠনিক প্লেনাম উপলক্ষে ব্রিগেড সমাবেশ করেছিল সিপিএম। সেই সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন বুদ্ধদেবই। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্যের কথায়, "জ্যোতি বসুর শরীরও খুব ভাল ছিল না তখন। তবু দলের অনুরোধে ২০০৮ সালের জানুয়ারির ব্রিগেডে জ্যোতিবাবু এসেছিলেন। বলেছিলেন, এত মানুষ এসেছেন। আমি না এসে পারলাম না।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বাংলায় সামাজিক ও আর্থিক নবজাগরণ হয়েছে : ব্রাত্য বসু

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। এরই মাঝে কিন্তু বিজেপি তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বাংলায় সামাজিক ও আর্থিক নবজাগরণ হয়েছে" এমনটাই মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা ব্রাত্য বসু। এই প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বাংলায় সামাজিক ও আর্থিক নবজাগরণ হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ক্রমশ পিছিয়েছে। বাংলা কিন্তু এগিয়েছে। আমরা হিন্দিভাষী মানুষের পক্ষে। তবে এই ভয়ঙ্কর বিজেপি দলের বিরুদ্ধে। ২১-এ মমতার জয়ের মধ্যে দিয়ে ২৪-এ বিজেপির পতন সুনিশ্চিত হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুধু জেতালে হবে না। ২৪-এ বিজেপির উতাতের রাস্তাও সাধারণ মানুষকে তৈরি করতে হবে।তফশিলি, মতুয়া নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি অপরাধ বাংলায় ০.৩। রোহিত ভেমুলার হত্যাকারীরা, দলিতদের খুনিরা বনগাঁয় গিয়ে বলছে, আমরা আপনাদের নাগরিকত্ব দেব। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর এসব ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এখানে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মতুয়া বাড়ির ছেলেদের আলাদা থালা-বাসন দেবে। আর উচ্চবর্ণের জন্য আলাদা বাসন। ডাবল ইঞ্জিন করে এসব করবে বিজেপি। গণপ্রহার আইন পাস করেছে আমাদের রাজ্য। আর ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্যে দলিতদের পিটিয়ে মারা বৈধ"।

শেষ মুহূর্তে রাজ্যের দৈনিক শ্রমিকদের বেতন বাড়ালেন মমতা, টুইটে ঘোষণা

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষণার ঠিক আগেই রাজ্যের প্রায় ৫৬ হাজার ৫০০ জন শ্রমিকের দৈনিক বেতন বৃদ্ধি করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার ট্যুইট করে এই খবর জানিয়েছেন। নগরকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় অদক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ১৪৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২ টাকা, স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ১৭২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০৩ টাকা ও নতুন সৃষ্টি করা দক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক বেতন করা হয়েছে ৪০০ টাকা। এই তিন রকম শ্রমিকের মোট সংখ্যা যথাক্রমে ৪০ হাজার ৫০০, ৮ হাজার ও ৮ হাজার জন। নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়ে গেলে এই বেতন বৃদ্ধি করা যেত না। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ব্যবসায়ী সংগঠনের ডাকা সারা ভারত ব্যবসা বনধে ভালো সাড়া বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পন্য পরিষেবা কর জিএস টি আইন সরলীকরনের দাবীতে ব্যবসায়ী সংগঠনের ডাকা সারা ভারত ব্যবসা বনধে ভালো সাড়া মিলেছে বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়া শহর সহ সোনামুখী,খাতড়া, বিষ্ণুপুর, সিমলাপাল, বেলিয়াতোড়, সর্বত্র ই ব্যবসা বনধসর্বাত্মক।

জিএসটি সরলীকরন ও কয়েকটি ক্ষেত্রে রদের দাবী নিয়ে ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে আবেদন নিবেদন করা হলেও প্রতিকার না হওয়ায় ব্যবসায়ী সংগঠনের কেন্দ্রীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স আজ সারা ভারত ব্যবসা বনধের ডাক দেয়।

শুক্রবার সকালে জেলার বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা মিছিল সহকারে জেলা শাসকের দফতরের সামনে হাজির হয়।সেখানে এক প্রতিনাধিদল।তাদের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দ্যেশ্যে জেলা শাসকের হাতে প্রদান করেন।

জেলা শাসকের দফতরের সামনে ব্যবসায়ীদের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়া চেম্বার অফ কমর্সের সাধারন সম্পাদক মধুসূদন দরিপা,সভাপতি বিমল ধানুকা,বস্ত্র ব্যবসায়ী সংগঠনের রবি সুরেকা, পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারন সম্পাদক জয়ন্ত বরাট প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বাঁকুড়া চেম্বার অফ কমর্সের সাধারন সম্পাদক মধুসুদন দরিপা বলেন উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠন না করেই জিএসটি চালু হওয়ায় দেশের কোটি কোটি ব্যবসায়ী হয়রানির শিকার।এই আইন চালু হওয়ার পর মাত্র তিন বছরে এক হাজার টি পরিবর্তন করা হলেও ব্যবসাটি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। অবিলম্বে জিএস টি সরলীকরন না হলে লাগাতার আন্দেলন চলবে বলে তিনি জানান। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

ঘুসুড়িতে দিনেদুপুরে শুটআউট, মৃত্যু যুবকের

হাওড়া, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হাওড়ার ঘুসুড়িতে দিনেদুপুরে শুটআউটের ঘটনায় মৃত্যু হল এক বছর বাইশের যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে। গুলি চালানোর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ ঘুসুড়ির গোসাইঘাটচ অঞ্চলে বাড়ির সামনেই বিশাল মাহাতো নামে বছর ২২-এর যুবককে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী। বিশালের বুকে এসে লাগে একটি গুলি। হঠাৎ বুলেটের শব্দে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। কিন্তু কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইকে উঠে চম্পট দেয় আততায়ীরা। তড়িঘড়ি অকুস্থল থেকে যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয়রা হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তর করে ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের পারিবারিক সূত্রে খবর, গত বছর দুর্গাপুজোর সময় বিশালের বাবাকেও এভাবেই গুলি করে হত্যা করা হয়। পারিবারিক শত্রুতার জেরে ওই খুন বলে অভিযোগ ওঠে। বাবার মৃত্যু মামলায় সাক্ষী ছিলেন বছর বাইশের যুবক। এখন তাঁকেও গুলি করে হত্যা করল আততায়ীরা। এই ঘটনায় এক প্রতিবেশীর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিশালের পরিবার। এখন গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।আততায়ীদের সন্ধানে ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে মালি পাঁচঘড়া থানার পুলিশ। হিন্দুান সমাচার / সোনালি

এফএটিএফ-এর ধূসর তালিকা থেকে বেরতে পারল না পাকিস্তান

প্যারিস, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)-এর ধূসর তালিকা থেকে বেরতে পারল না পাকিস্তান। সন্ত্রাসদমনে যথেষ্ট কাজ করেনি। তাই পাকিস্তানকে ধূসর তালিকাতেই রেখে দিল এফএটিএফ। আন্তর্জাতিক সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে, সন্ত্রাসে আর্থিক মদত বন্ধ করতে যে যে পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছিল তা করতে পারেনি পাকিস্তান। তাই এখনও ওই তালিকাতেই রাখা হচ্ছে তাদের। এরপর ফের জুনে তাদের অবস্থান পর্যালোচনা করা হবে।

২০১৮ সালের জুন মাসে ধূসর তালিকাভুক্ত করা হয় ইমরান খানের দেশকে। সেই সঙ্গে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় ২০১৯ সালের মধ্যে সন্ত্রাসে আর্থিক মদত দেওয়া ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে অ্যাকশন প্ল্যানগুলি মেনে চলতে। পরে করোনা পরিস্থিতিতে এই ডেডলাইন পরে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই ইমরান প্রশাসন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছে ওই তালিকার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার। কিন্তু প্যারিস স্থিত এফএটিএফ-এর একের পর এক বৈঠকের পরও কাটেনি বিপদ। ধূসর তালিকা থেকে আর বেরনো হয়নি ইসলামাবাদের। এই পরিস্থিতি ফেব্রুয়ারির বৈঠককে ঘিরে ক্রমশ আশা জেগেছিল। তবে সন্ত্রাসদমনে যথেষ্ট কাজ না করায় এই বৈঠকেও ধূসর তালিকা থেকে বেরতে পারল না পাকিস্তান।

এফএটিএফ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে, জুন ২০১৮ থেকে এফএটিএফ-এর ধুসর তালিকায় থাকা পাকিস্তানকে ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছিল। পাকিস্তান অনেকটাই পূর্ণ করেছে তাদের দেওয়া লক্ষ্য। ২৪টি অ্যাকশন আইটেমে পাকিস্তানের কাজে সন্তুষ্ট এফএটিএফ। কিন্তু যে তিনটি খাতে এখনও প্রয়োজনীয় কাজ হয়নি, সেগুলি খুবই গুরুতর, তাই ধুসর তালিকাতেই থাকবে পাকিস্তান। সংস্থার প্রধান জানান যে কিছুটা কাজ হয়েছে কালো টাকা সাদা হওয়া রোখায় ও সন্ত্রাসের জন্য অর্থ ব্যবহার বন্ধের ক্ষেত্রে। কিন্তু আরও কাজ করতে হবে ভারতের পড়শি দেশকে সেটা সাফ করে দেওয়া হয়েছে। সন্ত্রাসে অর্থে দিচ্ছে যারা সেই সংক্রান্ত তদন্ত যে সঠিক মানুষদের টার্গেট করছে, সেটা বোঝাতে হবে পাকিস্তানকে। তদন্তের শেষে সন্ত্রাসবাদী ও তাদের হয়ে কাজ করা লোকদের যে অর্থের উৎস পুরোপুরি বন্ধ করা হচ্ছে, সেটাও পাকিস্তানকে নিশ্চিত করতে হবে। আদালত যাতে কড়া ব্যবস্থা নেয়, সেই বিষয়েও সচেষ্ট হতে বলা হয়েছে। জুন মাসের প্লেনারিতে কতটা কাজ হল সেটা রিভিউ করা হবে ও তারপর সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। —হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পঙ্গপালের হানা ! উধাও সবুজ পাতা

এবার পঙ্গপালের হানা আসানসোলের জামুড়িয়ায়। চোখের নিমেষে শেষ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক গাছের পাতা। আতঙ্কে প্রমাণ গুণছেন স্থানীয়রা। তবে এই পতঙ্গগুলি আদপেও পঙ্গপাল কি না তাই নিয়ে ধন্দে রয়েছে জেলা প্রশাসন। জামুড়িয়ার পড়াশিয়া এলাকায় শিব মন্দির সংলগ্ন জঙ্গলে হঠাৎই দেখা গিয়েছে পঙ্গপালের আতঙ্ক। পলকেই ফাঁকা হতে শুরু করেছে জঙ্গলের গাছ-গাছালির সবুজ পাতা। মন্ডুহীন কণিষ্কের মতো ন্যাড়া মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহীরুহের ডালপালা। আর সেই গাছের ডালে, গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পঙ্গপালের দল। ঘটনার ছবি দেখে আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। করোনার মধ্যেই এই পতঙ্গ একে একে চাষের জমি, সবজির বাগানে হানা দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে বলেই প্রমাদ গুণছেন স্থানীয়রা। ফলে পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্রুত এই রাক্ষুসে পতঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'গত দু-তিনদিন ধরে এলাকার গাছের পাতা নিমেষে শেষ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় কৃষি জমিতে যদি পঙ্গপাল ঢুকে যায় তাহলে নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে সবকিছু'। তবে এই পতঙ্গগুলি পঙ্গপাল কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন জেলা প্রশাসনের সদস্যরা। জামুড়িয়ার বিডিও জানান, 'ওই কীটগুলি পঙ্গপাল কি না তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে জেলা কৃষি দপ্তরকে। তার পরেই ব্যবস্থা নেওয়া যাবে'। তবে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের পর বাংলায় পঙ্গপাল হানা দিলেও তাদের অবস্থান যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না তা আগেই জানিয়েছিলেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। কারণ পঙ্গপালের দল সেখানেই স্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলবে যেখানে তারা ডিম পারতে সক্ষম। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পলিমাটি পঙ্গপালের বসবাসের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। সাধারণত বেলেমাটিতেই এই রাক্ষুসে পতঙ্গের দল থাকতে পছন্দ করে বলে জানায়।

বৃষ্টিপাতের ঘাটতি থাকলেও ধানের বীজতলা তৈরিতে প্রভাব পড়বে না

নিম্নচাপের জেরে বর্ষার প্রথম লগ্নেই রাজ্যের সবক'টি জেলা বৃষ্টি পেয়েছে। রাজ্য কৃষি দপ্তর যে বিরোর্ট তৈরি করেছে, তাতে অবশ্য দেখা যাচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের কয়েকটি জেলাতে তুলনামূলকভাবে বৃষ্টি কিছুটা কম হয়েছে। বর্ষার মরশুমে আবহাওয়াগত বিচারে ঘাটতি ধরা শুরু হয় গড় বৃষ্টিপাতের থেকে ১৯ শতাংশ কম হলে। কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, এই নিরিখে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দুই দিনাজপুর জেলাতে বৃষ্টির ঘাটতি আছে। মালদহ জেলায় ঘাটতি সব থেকে বেশি। এখানে স্বাভাবিকের থেকে ৫৮ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে। নদিয়ায় ৩৪, দক্ষিণ দিনাজপুর ২৭, উত্তর দিনাজপুরের ১৯ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। তবে কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি থাকলেও এতে চাষবাস বিশেষ করে আমন ধানের বীজতলা তৈরি নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা মনে করছেন। কম বৃষ্টি হয়েছে এমন জেলাতেও নিচু জমিতে বীজতলা করতে অসুবিধা হবে না। ধান উৎপাদনে অগ্রণী জেলা বীরভূমে স্বাভাবিকের থেকে কিছুটা কম বৃষ্টি হলেও তা ঘাটতির পর্যায়ে যায়নি। তবে কৃষি দপ্তরের আধিকাকিরা এখন তাকিয়ে আছেন জুলাইয়ের বৃষ্টির দিকে। বীজতলা থেকে ধানের চারা তুলে মাঠে রোপণের সময় বেশি পরিমাণে জল থাকা দরকার। অতীতে এমন ঘটনাও হয়েছে যে জুনে ভাল বৃষ্টিতে তড়িঘড়ি বীজতলা তৈরির পর বৃষ্টি কমে যাওয়ায় ফের নতুন করে তা তৈরি করতে হয়েছিল। বীজতলা থেকে ধানের চারা ২১ দিনের মধ্যে মাঠে স্থানান্তর করতে হয়। রোপণের সময় বৃষ্টি না হলে এই প্রক্রিয়াটি থমকে যায়। জুলাই মাসে ভালো মাত্রায় বৃষ্টি তাই ধান চাষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

কচুরিপানা দিয়ে হবে কাগজের মন্ড

কচুরিপানার আদি নিবাস ব্রাজিলে। কচুরিপানা মূলত জলজ উদ্ভিদ। গাছ জলে ভেসে থাকে এবং শিকড় জলে নিমজ্জিত থাকে। যার মাধ্যমে গাছ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে। আমাদের দেশের নদী, খাল, বিল, মজাপুকুর ও ডোবা-নালাতে কচুরিপানা খুব সহজে বেড়ে ওঠতে দেখা যায় এবং এর উৎপাদন উপযোগী জলবায়ুও বেশ সহায়ক। তাই তো এদের বংশ বিস্তার বছরের পর বছর টিকে থাকতে দেখা যায়। গাছের বৃদ্ধি খুবই দ্রুত গতিতে হয়। এরা জল প্রবাহের সঙ্গে এক জায়গা থেকে অন্যত্র ভেসে গিয়ে এর বংশ বিস্তার ঘটায় খুব সহজে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জলাভূমির জল শুকিয়ে গেলেও আদ্র স্যাঁতসেঁতে ভিজা মাটিতে টিকে থাকতে এদের কোন সমস্যা হয় না। এ কচুরিপানা অনেক স্থানে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধির ফলে জলজ পরিবেশের অন্যান্য প্রাণীর টিকে থাকা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাছের গঠন - পাতা গাঢ় সবুজ, গোলাকার, বড় এবং বেশ পুরু। গড় উচ্চতা গড়ে প্রায় ১ থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। লম্বা ডাঁটায় অসংখ্য নরম কোমল পাপড়িযুক্ত বেগুণী সাদা ও হলুদ মিশ্রণের ফুল ফুটতে দেখা যায়। ফুল গন্ধহীন। এর ফুট ফোটার প্রধান সময় গ্রীষ্মের শুরু বর্ষা এবং হেমন্তে। তবে সবচেয়ে বেশি ফুল ফুটতে দেখা যায় হেমন্তে। এ সময় প্রায় সবখানের জলাধারে ফুলে ফুলে ভরে যায়। যা খুবই দৃষ্টি নন্দন। গ্রামাঞ্চলে কচুরিপানা গোখাদ্য হিসেবে ব্যাপক ব্যবহার হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এছাড়া ইদানিং গবেষণায় দেখা গেছে, কচুরিপানা থেকে কাগজের মন্ড ও উন্নতমানের কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব এবং তা আমদানিকৃত কাগজের সঙ্গে তুলনায় খারাপ মানের নয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা ইতিবাচক ফলাফলও পেয়েছেন। কচুরিপানা থেকে কাগজ উৎপাদন একদিকে খরচ কম পড়বে অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন যন্ত্র ব্যবহার দরকার পড়বে না। ফলে বাঁশের ওপর চাপ কমবে এবং পরিবেশসহ সব অংশে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে।

পুষ্টি গুণসমৃদ্ধ অ্যাভোকাডো

অ্যাভোকাডো একটি ফলের নাম। এটি একটি উচ্চ ফ্যাট এবং প্রচুর ভিটামিনসমৃদ্ধ ফল। এই গাছ আমেরিকা ও মেক্সিকোতে বেশি জন্মায়। প্রায় ১০ হাজার বছর আগে মেক্সিকোতে এই ফলের উদ্ভাবন হয়। এই ফল পারসে আমেরিকা হিসেবেও পরিচিত। পুষ্টিবিদদের মতে, প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যকর উপাদানসমৃদ্ধ ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে অ্যাভোকাডো। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, বি, সি, ই এবং কে। এছাড়া এতে আছে প্রচুর পরিমাণে কপার, পটাশিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাসের মতো খনিজ উপাদান। ফলটির চেহারা দেখে তেমন লোভনীয় মনে না হলেও কিন্তু এর রয়েছে অনেক গুণ মাখনের মতো নরম অ্যাভোকাডো ফল বিভিন্ন রোগ সারাতে যেমন সহায়তা করে, তেমনি খেতেও খুব সুস্বাদু।

অ্যাভোকাডোর স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেকগুলো। প্রতি আউন্স অ্যাভোকাডোতে ২৫ মিলিগ্রাম বিটা সাইটোস্টেরল থাকে। নিয়মিত বিটা সাইটোস্টেরল ও অন্য উদ্ভিজ স্টেরল গ্রহণ করলে কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাস্থ্যকর পর্যায়ে থাকে। দৃষ্টিশক্তির জন্য এটি একটি ভাল ফল। অ্যাভোকাডোতে চোখের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি ফাইটোকেমিক্যাল লুটেইন ও জেনাস্থিন থাকে। এই দুটি উপাদান চোখে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাজ করে-যা চোখের ক্ষতি কমাতে পারে এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যা ম্যাকুলার ডিজেনারেশন হওয়ার ঝুঁকি কমায়। মুখ, ত্বক ও প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় অ্যাভোকাডো। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদানের মিশ্র ক্রিয়ার জন্য এবং অ্যাভোকাডোর ফাইটোকেমিক্যাল ক্যান্সার কোষ উৎপন্ন হওয়া বন্ধ করে এবং মেরে ফেলে। অ্যাভোকাডোতে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি উপাদান, ক্যারোটিনয়েড অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পলিহাইড্রক্সিলেটেড ফ্যাটি অ্যালকোহল আছে যা রিউম্যাটয়েড ও অস্টিও আরথ্রাইটিসের নিরাময়ে সহায়তা করে। অ্যাভোকাডোর মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্টকে বন্ধ করে এবং অ্যাভোকাডোর দ্রবণীয় ফাইবার রক্তের সুগার লেভেলকে সুস্থিত করে। অন্য ফলের তুলনায় অ্যাভোকাডোতে চিনি ও শর্করার পরিমাণ কম থাকে বলে রক্তের সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। অ্যাভোকাডোতে শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে যা ইমিউন সিস্টেমের সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাভোকাডো কমিশনের মতে, হবু মায়েদের জন্য অ্যাভোকাডো অনেক ভাল। অ্যাভোকাডোতে পর্যাপ্ত ফলিক অ্যাসিড থাকে - যা জন্মগত ত্রুটি যেমন-স্পিনা বিফিডা, নিউরাল টিউব ডিফেক্ট ইত্যাদি প্রতিরোধ করে।

বার বার ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হলে কী করণীয়

অতিরিক্ত ধোয়ার কারণে শুষ্ক হওয়া হাত আর্দ রাখার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক উপাদান।

করোনাভাইরাসের তাণ্ডব মোকাবেলায় ঘরে থাকা আর হাত ধোয়া ছাড়া আর কোনো হাতিয়ার আমাদের এখন পর্যন্ত নেই। বার বার হাত ধোয়ার কারণে হাত শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে এই শুষ্কতা আরও বাড়ছে।

অনেকের আবার অতিরিক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহারের কারণে হাতের চামড়াও উঠছে। তাই বলে হাত পরিষ্কার রাখা তো আর বন্ধ রাখা যাবে না।

তাই স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এমন পরিস্থিতিতে হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ার উপায়।

অ্যালো ভেরা: ত্বককে প্রশান্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে অ্যালোভেরাতে। এছাড়াও এতে থাকে ব্যাক্টেরিয়ানাশক ও প্রদাহনাশক গুণাবলীও। বাজারে আজকাল বেশ সহজলভ্য অ্যালো ভেরা, আবার বাসাতেও সহজেই অ্যালে ভেরার গাছ লাগিয়ে ফেলতে পারেন। প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ ময়েশ্চারাইজার হিসেবে অ্যালোভেরার জুড়ি মেলা ভার।

পেট্রোলিয়াম জেলি: এই খনিজ উপাদানটি ময়েশ্চাইজার হিসেবে আমরা ব্যবহার করে আসছি বহু বছর ধরে। এটি ত্বকের ওপর তৈরি করে সুরক্ষা কবচ, ধরে রাখে তার জৈবিক তেল।

সূর্যমুখীর তেল: বিশেষজ্ঞদের মতে এই তেল ময়েশ্চারাইজার হিসেবে ব্যবহার করলে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দতা ধরে রাখার পদ্ধতি জোরদার হয়।ওটস: গোসলের পানিতে যেকোনো ধরনের ওটস মিশিয়ে নিয়ে তা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে ওটস মিশিয়ে ত্বকের প্রয়োগ করলেও উপকার পাওয়া যায়।

গ্লাভস: ঘরের কাজ নিজে করাই ভালো। গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট মাত্রায় শরীরচর্চা হয়। তবে পানি নিয়ে যেকোনো কাজ করার সময় রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করলে হাতের শুষ্কতা কমবে। কারণ লম্বাসময় পানিতে হাত ভেজা থাকলে ত্বকের জৈবিক তেল ধুয়ে যায়। লেবুর রস: শুষ্ক ত্বকের সমাধানে লেবুও বেশ কার্যকর। এর রসে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে যা ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে। ত্বকের শুষ্কতার কারণে যে বলিরেখা দেখা দেয় সেটা দূর করতে লেবুর রস অত্যন্ত উপকারী।

নারিকেল তেল: ময়েশ্চারাইজার হিসেবে নারিকেল তেল যেমন নিরাপদ, তেমনি পেট্রোলিয়াম জেলির মতোই কার্যকর। এর নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের আর্দতা বাড়ে, সেই সঙ্গে বাড়ে ত্বকের উপরিভাগের 'লিপিড ফ্যাট'য়ের মাত্রাও। নারিকেল তেলে থাকে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিড' যা শুষ্ক ত্বকের ক্ষয়পূরণ করে ত্বককে মসৃণ করে তোলে।

মধু: ত্বক আর্দ রাখার পাশাপাশি প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে মধু। ত্বকের যত্নে একটি আদর্শ উপাদান এটি। মধু সরাসরি ত্বকের প্রয়োগ করতে পারেন নিশ্চিন্তে।

হাত জীবাণু মুক্ত রাখার উপায়

নিজেকে রোগ থেকে দূরে রাখতে এবং ব্যাক্টেরিয়া ও জীবাণু থেকে বাঁচাতে ভালো মতো হাত পরিষ্কার করা জীবনযাপন-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)'র দেওয়া নিয়ম অনুসারে হাত ধোয়ার পাঁচটি ধাপ অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

নখের ভেতরের অংশও পরিষ্কার করতে হবে।

ধাপ-৪: হাত ৩০ সেকেন্ড ধরে ঘষুন। ধাপ-৫: হাত ঘষার পরে তা চলন্ত পানিতে ধুয়ে নিন এবং পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে মুছে নিন। হ্যান্ড স্যানিটাইজার

নিয়মিত ব্যায়াম দূরে রাখতে পারে করোনা ভাইরাসকে

মাত্র একবার কিছুক্ষণের জন্য ব্যায়াম করলেই এই উৎসেচক তৈরি হতে শুরু করে বলে গবেষণায় জানা গিয়েছে। তাই সোশ্যাল ডিসট্যান্সিংয়ের পাশাপাশি সুস্থ থাকতে ব্যায়ামও করুন, পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা। নিয়মিত ব্যায়াম করলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা অনেকটাই রুখে দেওয়া সম্ভব। আর করোনার প্রধান লক্ষণ এই শ্বাসকষ্ট। গবেষকরা মনে করছেন, ব্যায়ামই আটকে দিতে পারে করোনা থাবাকে। আমেরিকান ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকর সামনে এনেছেন এই তথ্য। তাঁদের গবেষণা বলছে, অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম বা এ আর ডি এস দূর করতে বা অন্তত কম করতে শারীরিক কসরতের বিকল্প নেই। করোন আক্রান্তদের অন্তত ৩-১৭ শতাংশের মধ্যে চূড়ান্ত শ্বাসকষ্ট দেখা যায়। ইউ এস সেন্ট্রার্স ফর ডিসট্রেস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন বলছে, ২০ থেকে ৪২ শতাংশ করোনা রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর শ্বসকষ্টে আক্রান্ত হন। আই সি ইউ এর ক্ষেত্রে এই শতাংশ ৬৭-৮৫ এর মধ্যে। আর এই রোগীদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ বাঁচবেন না, বলছে গবেষণা। গবেষকরা বলছেন, দেখা যাচ্ছে অন্তত ৮০ শতাংশ করোনা রোগীর আগে থেকেই সামান্য শ্বাসকষ্ট ছিল তবে সে জন্য তাঁদের ওষুবিষুধ খেতে হত না। তাঁরা একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উৎসেচক খুঁজে পেয়েছেন যা এ আর ডি এস রুখতে সাহায্য করে। আর আমাদের পেশীই তৈরি করে দেয় এই উৎসেচক। অন্যান্য অঙ্গগুলি ঠিকভাবে চলতে সাহায্য করে। কিন্তু কার্ডিভাস্কুলার এক্সারসাইজদ করলে এই উৎসেচক বেশি তৈরি হয়, গবেষকরা বলছেন। আর কমে গেলে শুরু হয় ফুসফুসেসর জটিল অসুখ, হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা, এমকী কিডনি ফেলিওর। মাত্র একবার কিছুক্ষণের জন্য ব্যায়াম করলেই এই উৎসেচক তৈরি হতে শুরু করে বলে গবেষণায় জানা গিয়েছে। তাই সোশ্যাল ডিসসট্যান্সিংয়ের পাশাপাশি সুস্থ থাকতে ব্যায়ামও করুন, পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

ত্বক আর চুলের স্বাস্থ্য ফেরাতে ব্যবহার করুন চাল ধোঁয়ার জল

বাঙালি আর ভাত, একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙালি সর্বভূক। সারা দিনে দেশি-বিদেশি যত রকমই খাবার খেয়ে বেড়াক না কেন, দিনে অন্তত একবার তর ভাত চাই-ই-চাই। অনেকে আবার ডায়েটের কারণে ভাতের থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু জানেন কি ত্বক আর চুলের স্বাস্থ্য ফেরাতেও ভাতের জুড়ি মেলা ভার। তবে এক্ষেত্রে ভাত সরাসরি নয়, চাল ধোয়া জল কাজে লাগানো যেতে পারে ত্বক আর চুলের পরিচর্যায়। আসুন এ বিষয়ে সবিস্তারে জেনে নেওয়া যাক।

স্নানের জলে চাল ধোয়াা জল মিশিয়ে স্নান করলে ত্বকের মধ্যে অস্বস্তিকর জ্বালা, চুলকানি থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়।

ব্রণের সমস্যায় ভুগছেন। তাহলে, চাল ধোয়া জল ঠাণ্ডা করে তুলোার সাহায্যে লাগান ব্রণ আক্রান্ত স্থানে। দিনে ২-৩ বার ব্যবহার করলেই ফারাক বুঝতে পারবেন। সান ট্যানে পড়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গা পুড়ে যায়। পুড়ে যাওয়া জায়গাগুলিতে ঠান্ডা চাল ধোয়া জল লাগালে চলে যায় ট্যানে। একইসঙ্গে বাড়বে ত্বকের জেল্লাও।

শ্যাম্পু করার পর, জল আর চাল ধোয়া জল মিশিয়ে চুলের গোড়ায় দিন। মিশ্রণটি চুলে দেওয়ার পর ৩-৪ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে চুলের ডগা ফাটার মতো সমস্যা থেকে রক্ষা পাবেন। এছাড়াও মজবুত ও উজ্জ্বল্য চুল পেতে ব্যবহার করুন চাল ধোঁয়া জল।

জরায়ু এবং স্তন ক্যান্সানের মূল কারণ

যেসব নারীদের কর্মক্ষেত্রে এবং বাৰিতে বেশিরভাগ সময় বসে কাটান তাদের জরায়ু ও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁি অন্যদের তুলনায় বেশি। সম্প্রতি সুইডেনের লুন্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকের এই তথ্য। গবেষণা তথ্যটি সম্প্রতি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর ক্যান্সার রিসার্স ইন ফিলাডেল ফিরতে উপস্থাপন করা হয়।

জানা গিয়েছে, গবেষকর ২৫ বছর ধরে প্রায় ২৯ হাজার মহিলার উপর এই বিষয়ে গবেষণা চালান। আর তারপরই এই তথ্য প্রকাশ্য আনেন। যেসব মহিলাদের পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখা হয়েছিল তাদের বয়স ২৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। তারা অবশ্য শুরুতে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন না। গবেষকরা মহিলাদেরকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রথমভাগে, যেসব মহিলারা অফিসে কাজ করেন কিন্তু কোন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে না, দ্বিতীয় ভাগে ছিলেন যারা অফিসে কাজ করেন এবং বিনোদনের জন্য খেলাধূলায়ও অংশগ্রহণ করেন এবং তৃতীয় ধাপে ছিলেন ওই সকল কর্মজীবী মহিলা যাদেরকে কর্মের প্রয়োজনে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং তারা খেলাধূলাতেও অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘ এই গবেষণাতে দেখা গিয়েছে যেসব মহিলার কর্মক্ষেত্রে কিংবা অবসর সময়ে সারাক্ষণ বসেই কাটান তারা কর্মক্ষেত্রে সারাক্ষণ বসে না থাকা মহিলদের তুলনায় ২.৪ শতাংশ স্তন ও জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। ঋতুচক্র বন্ধের আগেই স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন তারা। গবেষকরা কর্মজীবী নারীদের সারাক্ষণ বসে না থেকে ছোট ছোট কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন কফি খাওয়া কিংবা একটু হাঁটাহাঁটি করা।

লতাজাতীয় মাধবীলতা ফুল

মধুমালতী বেশ পরিচিত ও জনপ্রিয় একটি ফুল। ফুলটিকে মধুমালতী বা মধুমঞ্জুরী যে কোন নামেই ডাকা হয়। তবে লক্ষ্য করা যায় অনেক মানুষ মধুমালতী বা মধুমঞ্জরী ফুলকে মাধবী লতা হিসেবে চিনেন যা একান্তই ভুল। মাধবী লতা ফুল মধুমালতী বা মধুমঞ্জরী থেকে ভিন্ন এক ফুল। মধুমালতী কাণ্ঠল লতাজাতীয় ঝোঁপালো আকৃতির ফুল গাছ। এর বৃদ্ধির জন্য বাউনির ব্যবস্থা থাকতে হয় যাতে ভর করে বেড়ে উঠে গাছ। এর লতা বেশ শক্ত মানের হয়, বিশেষ করে বয়স্ক গাছের লতা। তাছাড়া বয়স্ক লতা মোট হয়ে মোচড়ানো এবং ধূসর বর্ণ ধারণ করে। গাছের দৈর্ঘ্য ইচ্ছে অনুযায়ী ছাঁটাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কম-বেশি করে রাখা যায়। এর পাতা কিছুটা পাতলা ও খসখসে প্রকৃতির, গঠনে আয়তাকার থেকে ডিম্বাকার, রং সবুজ, তাছাড়া এর পাতাগুলো শাখায় জোড়ায় জোড়ায় সুবিন্যস্তভাবে সাজানো থাকে। লতার অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ থোকায় ফুল ধরে। একই গাছে এর সাদা, লাল, গোলাপী ও মিশ্র রঙের ফুল ফুটতে দেখা যায়। ফুলে ক্ষুদ্রাকৃতির পাপড়ি সংখ্যা পাঁচটি, মাঝে পরাগ অবস্থিত, দলনল বেশ লম্বা। ফুলের গন্ধ বেশ মিষ্টি। প্রায় সারাবছরই এর ফুল ফোটে। তবে গ্রীষ্ম ও বর্ষায় মধুমালতী ফুল ফোটার প্রধান মরশুম। এ সময়ে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে গাছ। ফুল ফুটন্ত গাছ খুবই নজরকাড়া ও মনোরম। রৌদ্রোজ্জ্বল উঁচু থেকে মাঝারি উঁচু ভূমি ও প্রায় সব ধরনের মাটিতে মধুমালতী জন্মে। লতা কাটিং পদ্ধতির মাধ্যমে এর বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। বাড়ির বাগানে, পার্ক, উদ্যান ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাগানে মধুমালতী ফুল গাছ চোখে পড়ে।

বাংলাদেশের সিলেটে দু''টি বাসের সংঘর্ষে মৃত ৮, আহত অন্তত ২০ জন

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশের সিলেট জেলায় যাত্রীবোঝাই দু''টি বাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৮ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্ততপক্ষে ২০ জন যাত্রী। শুক্রবার সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সিলেট-ঢাকা মহাসড়কে, জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার রশিদপুরে। সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার জ্যোতিময় সরকার জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা লন্ডন এক্সপ্রেস পরিবহনের একটি বাস এবং সিলেট থেকে ছেড়ে যাওয়া ঢাকাগামী এনা পরিবহনের একটি বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জোরালো সংঘর্ষের জেরে উভয় বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অতিরিক্ত উপ-কমিশনার জ্যোতিময় সরকার জানিয়েছেন, সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানার অন্তর্গত ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রশিদপুর ব্রিজের পূর্বদিকে একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে দু''টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই ৪ জনের মৃত্যু হয়। পরে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়। কমবেশি আহত অবস্থায় ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গড়িয়া স্টেশন থেকে স্কুটি চালিয়ে পরিবর্তন যাত্রায় স্মৃতি ইরানি

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : গতকাল জ্বালানির দাম বৃদ্ধি নিয়ে ই-স্কুটির চালক হয়ে অভিনব প্রতিবাদ দেখান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। খুব একটা পারদর্শী না হলেও তার সাহস ও ইচ্ছা নিয়ে প্রশংসা করেছে একদল। চকিত জবাব মিলছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-র কাছে। স্কুটি চালিয়ে দলের পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

ফের ১৬ হাজারের ঊর্ধে দৈনিক সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যুও দ্রুত বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উদ্বেগ বাড়িয়ে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের হার ক্রমেই বাড়ছে ভারতে। দেশে আবারও ১৬ হাজারের ঊর্ধে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যাও ঊর্ধমুখী। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৬ হাজার ৫৭৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১২০ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১২,১৭৯ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৭,৫০,৬৮০ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৬,৫৭৭ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪৯১-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১২,১৭৯ জন। ১২০ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৬,৮২৫ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৭,৫০,৬৮০ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮২৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৪,২৭৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৪৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৮ লক্ষ ০১ হাজার ৪৮০ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কাউকে আঘাত করার জন্য কিছুই বলেননি রাহুল : রবার্ট ভডরা

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধীর উত্তর-দক্ষিণ মন্তব্য নিয়ে অস্বস্তিতে রয়েছে কংগ্রেস। ডেমেজ কন্টোলের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতারা। এবার রাহুলের হয়ে সুর চড়ালেন তাঁর বোনের স্বামী রবার্ট ভডরা। রাহুলের উত্তর-দক্ষিণ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শুক্রবার রবার্ট বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী সবাইকে ভালোবাসেন, তিনি কাউকে আঘাত করার জন্য কিছু বলেননি।' উত্তরপ্রদেশের অমেঠী থেকে হেরে গেলেও, রাহুল গান্ধী কেরলের ওয়ানাড থেকে জিতে এ বার লোকসভায় এসেছেন। রাহুল গত মঙ্গলবার তিরুবনন্তপুরমের এক সভায় বলেন, কেরলের মানুষ যে কোনও বিষয়ে উপর-উপর না দেখে তার খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামান। গত ১৫ বছর উত্তর ভারতে সাংসদ থাকার সুবাদেই তাঁর এই উপলব্ধি বলেও জানান রাহুল। এই মন্তব্য ঘিরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে বিজেপি নেতারা রাহুলকে আক্রমণ করেছেন। রাহুলের পাশে থেকে শুক্রবার রবার্ট বলেছেন, 'তিনি কাউকে আঘাত করার জন্য কিছু বলেননি। তিনি নিরপেক্ষ, ভারতকে এক হিসেবে দেখেন। তিনি সবাইকে ভালোবাসেন। সরকারের পক্ষে কথা না বললেই, আমাদের দেশ-বিরোধী বলা হবে।'

ব্যবসায়ীদের ডাকা ভারত বনধে প্রভাব পড়ল শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জিএসটি ব্যবস্থা পর্যালোচনা সহ একাধিক দাবিতে দ্য কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স এর ডাকা বনধের প্রভাব পড়লো শহর শিলিগুড়িতে।শিলিগুড়ির ২২টি ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে সমস্ত ছোট থেকে বৃহত্তর বাজার বনধ রাখা হয়। শুক্রবার সকাল থেকে শিলিগুড়ির ছবি অনেকটাই আলাদা।শিলিগুড়ি বৃহত্তর ও খুচরা এবং পাইকারি বাজার, নয়াবাজার, বিধান মার্কেট সহ বিভিন্ন বাজার বন্ধ, ঝুলছে তালা।অন্যদিকে, এই বনধের সমর্থনে শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে মিছিল বের করা হয়। পাশাপাশি বনধকে কেন্দ্র করে যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এই কারণে এদিন সকাল থেকেই রাস্তায় পুলিশি নজরদারি দেখতে পাওয়া গিয়েছে।তৈরি রাখা হয়েছে জলকামানও। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কোভিড-এর দ্বিতীয় ঢেউ, শিলচরে অনুষ্ঠেয় ''ডিজনিল্যান্ড মেলা'' বন্ধ করার আর্জি যুব-বিডিএফের

শিলচর (অসম), ২৫ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে এক বেসরকারি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় শিলচরে গান্ধী মেলা আকারের একটি মেলা আয়োজিত হচ্ছে। নাম ''ডিজনিল্যান্ড মেলা''। সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় এই মেলার উদ্বোধন করবেন বলে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বরাক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফ্রন্টের সদস্যরা।

যুবফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্পার্নব গুপ্ত বলেন, দেশে কোভিড পরিস্থিতির অবস্থা উদ্বেগজনক। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, গুজরাট ইত্যাদি রাজ্যে আবার নতুন করে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কোভিড রোগীর সংখ্যা। অসমেও একটি স্কুলকে ইতিমধ্যে ''কনটেইনমেন্ট জোন'' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় কেন্দ্রীয় সরকারও সবাইকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানিয়েছে। এই সমস্ত কিছু জানার পরও কীভাবে জেলাশাসক ''ডিজনিল্যান্ড মেলা''র অনুমতি দিলেন? কীভাবেই বা শিলচরের সাংসদ এই মেলার উদ্বোধন করার ব্যাপারে সম্মতি দিলেন? এই মেলা থেকে সারা উপত্যাকায় ছড়াতে পারে কোভিড। তাঁর প্রশ্ন, কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লে এর দায়িত্ব কি জেলাশাসক নেবেন?

বিডিএফ যুব ফ্রন্টের আরেক আহ্বায়ক ইকবাল নাসিম চৌধুরী বলেন, যে কারণে গান্ধী মেলা বা নেতাজি মেলাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো সেই একই কারণ কি ডিজনিল্যান্ড মেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? তিনি আরও বলেন, শোনা যাচ্ছে, এই মেলার আয়োজকরা সাংসদ রাজদীপ রায়ের ঘনিষ্ঠ। সেজন্যই কি এ-রকম ''এক যাত্রায় পৃথক ফল''?

যুব ফ্রন্টের সদস্যরা এদিন বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-ধরনের মেলার আয়োজন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং তাতে এই উপত্যাকার কোভিড পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। তাঁরা জেলাশাসক এবং সাংসদকে তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে অবিলম্বে এই অনুমতি প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়েছেন।

সক্রিয় রোগী আরও বাড়ল, ভারতে ২১.৪৬-কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা আরও বাড়ল ভারতে, বৃহস্পতিবার সকালে সক্রিয় রোগীর হার ছিল ১.৩৭ শতাংশ, শুক্রবার সকালে তা বেড়ে হল ১.৪১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৪,২৭৮ জন। সুস্থতাও সমানে বাড়ছে ভারতে, কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। ফলে করোনা-টেস্টের সংখ্যাও বাড়ছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৮.৩১-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২১.৪৬-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৮,৩১,৮০৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২১,৪৬,৬১,৪৬৫-এ পৌঁছে গিয়েছে।

সুস্থতা সমানে বাড়ছে ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১২,১৭৯ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৬,৮২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১২০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৭,৫০,৬৮০ জন (৯৭.১৭ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৫৫,৯৮৬ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

২৪ ঘন্টা শুধু জনগনের সেবা করে যান : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

সুরাট, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দলের সমস্ত কর্মী, নেতাদের উদ্দেশে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বার্তা, '২৪ ঘন্টা শুধু জনগনের সেবা করে যান।' শুক্রবার গুজরাটের সুরাটে আম আদমি পার্টি (আপ)-এর নেতা, কর্মী এবং সদ্য নির্বাচিত দলের কর্পোরেটদের উদ্দেশে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'কখনও কাউকে অপমান করবেন না, ২৪ ঘন্টা শুধু জনগণের সেবা করে যান।' শুক্রবার সকালেই গুজরাটের সুরাটে পৌঁছে যান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেখানে পৌঁছে আপ-এর ভলেন্টিয়ার এবং সদ্য নির্বাচিত দলের কর্পোরেটদের সঙ্গে দেখা করেন কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল এদিন সদ্য নির্বাচিত দলের কর্পোরেটদের উদ্দেশে বলেন, 'ফলাফল ঘোষণার পর, বিগত দিনগুলিতে বিজেপি এবং কংগ্রেসের বক্তব্য আমি শুনছিলাম। তাঁরা বিচলিত, খানিকটা ভীতও বটে। আমাদের বুঝতে হবে তাঁরা আম আদমি পার্টি অথবা আপনাদের দেখে ভয় পায়নি, যাঁরা আপনাদের ভোট দিয়েছেন তাঁদের ভয় পেয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস।' কেজরিওয়াল বলেন, 'বিজেপি এখানে ২৫ বছর ধরে কেন শাসন করছে? তাঁরা ভালো কিছু করছে, তার জন্য মোটেও নয়। অনেক ইস্যু রয়েছে।

কংগ্রেসকে নিজেদের পকেটে ভরে রেখেছে বিজেপি। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দল ক্ষমতায় আসে, কিন্তু শুধুমাত্র একটি দল এখানে শাসন করছে।'

কেজরিওয়াল এদিন বলেন, 'আমরা ২৭, তাঁরা ৯৩। নম্বরে কিছু যায় আসে না, আমাদের এক-একজন দশ-দশজনের উপর ভারী পড়বে। সুরাটের জনগণ আপনাদের বিপক্ষের ভূমিকা দিয়েছে, তাঁদের একটাও ভুল কাজ করতে দেওয়া যাবে না।' দলের সকলকে অহংকার দূরে রাখা অনুরোধ জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। আপ সুপ্রিমো বলেন, 'অনেক সময় জয়লাভের পর অহংকার চলে আসে, এমনটা কখনও হতে দেবেন না। কাউকে অপমান করবেন না, ২৪ ঘন্টা শুধু জনগণের সেবা করে যান।'

তথাগত থেকে পায়েল হরেক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর স্কুটিচালনা নিয়ে

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুটি চালানো মোক্ষম চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে ভোটমুখী বাংলায়।

শুক্রবার মেঘালয় ও ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় টুইটে লিখেছেন, ''ভুল করবেন না। আমার সহানুভূতি যথেষ্টই আছে। এটা অতি দুঃখের হাসি। আমরা এমন একটা রাজ্যে বাস করি যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ভাঁড়ামো করতে গিয়ে এরকম ল্যাজেগোবরে হন।'' সঙ্গে কয়েকজন রক্ষীর বাইক আরোহী মুখ্যমন্ত্রীকে সামলানোর ছবি ও তিনটি স্মাইলি যুক্ত করেছেন তথাগতবাবু।

অপর একটি টুইটে তথাগতবাবু লিখেছেন, ''বিজেপির অবাঙালি নেতাদের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে তো আনন্দবাজারের টিটকিরি মারার বিরাম নেই। অন্যদিকে 'গরমেন্টের পোগাম' সমানে চলেছে। তারপর সরস্বতী মন্ত্র শেখাতে গিয়ে 'কুচযুশভুইতো', দেবভাষা সংস্কৃতের পিন্ডি চটকে ফেললেন মাননীয়া ! আর একটা কথা। মুখ বিকৃত করে এত ভ্যাংচান কেন?'' সবে বৃহস্পতিবার বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন অভিনেত্রী পায়েল সরকার। নিজের স্কুটি চালানোর ছবি প্রকাশ করে, ''বাংলার মেয়েরা স্কুটি চালাতে পারে'' বলে সেখানে ক্যাপশন জুড়ে দেন তিনি। সেই সঙ্গে ''আত্মনির্ভর ভারত'' বলেও ওই ছবির সঙ্গে ট্যাগ জুড়ে দেন। মমতার স্কুটি চালানোর ছবি আপলোড করে পাল্টা আক্রমণ করেছেন বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বিরোধী দলনেতা দিলীপ ঘোষের কথায়, 'মাননীয়া তো স্কুটিটাই ঠিক মতো চালাতে পারেন না! রাজ্য চালাবেন কিভাবে?!!' হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হৃতিককে সমন, বয়ান রেকর্ডের জন্য শনিবার হাজিরার নির্দেশ

মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশনকে সমন পাঠালো মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। ২৭ ফেব্রুয়ারি, শনিবার মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স উইনিটে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে হৃতিককে। অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত এবং হৃতিকের মধ্যে ই-মেল বিনিময় সংক্রান্ত কঙ্গনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় হৃতিককে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। 'কৃষ' ছবিটিতে অভিনয় করার পর হৃতিক রোশন ও কঙ্গনা রানাউত প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন কিছু দিনের জন্য। কিন্তু, পরিণতি কুৎসিত জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়। ২০১৬ সালে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন অভিনেতা। অভিযোগ ছিল, তাঁর নাম দিয়ে ভুয়ো ই-মেল আইডি খুলে কঙ্গনা রানাউতকে মেল করছে কোনও ব্যক্তি। ই-মেল দেওয়া-নেওয়ার ঘটনাটি ঘটছিল ২০১৩ থেকে ২০১৪-র মধ্যে। ২০১৭-য় ফের একটি অভিযোগ দায়ের করেন হৃতিক। সেটি সরাসরি কঙ্গনা রানাউতের বিরুদ্ধে। সেই রিপোর্টে লেখা ছিল, কঙ্গনা তাঁকে হেনস্থা করছেন। এমনকি, অনুসরণও করছেন। কঙ্গনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাতেই শনিবার হৃতিককে হাজিরা দিতে বলেছে মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা। অপরাধ দমন শাখা জানিয়েছে, নিজের বয়ান রেকর্ড করানোর জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স উইনিটে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে হৃতিককে। কঙ্গনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার জন্যই হৃতিককে ডাকা হয়েছে।

মমতার বাড়িতে বসল মহাযজ্ঞ জল্পনা প্রার্থী তালিকা ঘোষণা নিয়ে

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার বিকেলে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। তার আগে এদিন সকাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে বসল মহাযোজ্ঞ ও পুজোর আসর।

এদিন সকালে মমতার বাড়িতে তৃণমূলের নির্বাচনী ওয়াররুমে আয়োজন করা হয় এই মহাযজ্ঞের। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এই মহাযোজ্ঞ করেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সেবায়েত জগন্নাথ দয়িতাপতি। পুজোয় হাজির ছিলেন যুব তৃণমূল সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রীর ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দলীয় সূত্রে খবর, ভোটে দলের ভালো ফল ও মঙ্গল কামনাতেই এই পুজোর আয়োজন করা হয়। আর এক সূত্র জানিয়েছে, শুক্রবারের যজ্ঞ আগে থেকেই পরিকল্পিত। তার আয়োজনও শুরু হয়েছে কয়েকদিন আগে থেকেই। নির্বাচন কমিশন যে শুক্রবারেই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে, তা আগে থেকে কারওরই জানা ছিল না। বরং রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ভাবছিল, মার্চের প্রথম সপ্তাহে ভোটের দিন ঘোষণা হবে। ফলে যজ্ঞ এবং ভোটের দিন ঘোষণার দিন মিলে যাওয়া নেহাতই এক সমাপতন। এমনিতে কালীর উপাসক মুখ্যমন্ত্রী মমতা। প্রতি বছর নিজের বাড়িতে নিষ্ঠাভরে কালীপুজো করেন তিনি। আবার গত ২৫ বছর ধরে প্রতি শুক্রবার সন্তোষী মাতার ব্রত পালন এবং পুজোও করেন তিনি। বছরে দু'বার পুরীর মন্দির থেকে দয়িতাপতি সেবায়েত এনে জগন্নাথের নামে যজ্ঞ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সেই যজ্ঞে হাজির থাকেন। তবে শুক্রবার সকালে যজ্ঞের আসনে মাস্ক পরিহিত অভিষেককে দেখা গেল।

যজ্ঞ শেষ হওয়ার পর বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ দলের শীর্ষনেতাদের নিয়ে ওই দফতরেই জরুরি বৈঠকে বসার কথা মমতার। তৃণমূল সুপ্রিমোর বাড়িতে প্রায় প্রতি শুক্রবারই দলের কোর গ্রুপের বৈঠক হয়। এদিনও সেই বৈঠক হওয়ার কথা। কাকতালীয় ভাবে এদিনই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করছে কমিশন। শুক্রবার জুম্মাবার হওয়ায়, বরাবরই এই দিনটিকে শুভ বলে মনে করেন মমতা। এর আগে একাধিক বার তাঁর বক্তৃতায় সে কথা উঠেও এসেছে।

দলের একাংশের অনুমান, কোর গ্রুপের বৈঠকের পর প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে তৃণমূল। এর আগেও কমিশন ভোট ঘোষণার পরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দলীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশের নজির রেখেছেন মমতা। তবে মনে করা হচ্ছে, ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শে এবার হয়তো ২৯৪টি বিধানসভা আসনের পুরো প্রার্থী তালিকা একেবারে প্রকাশ না করে, ধাপে ধাপে তা প্রকাশ করতে পারে তৃণমূল। সেক্ষেত্রে, এদিন প্রথম পর্বের তালিকা প্রকাশ করতে পারেন মমতা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নেটিজেনদের কাছে বড় চর্চার বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর স্কুটার চড়া

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুটার চড়ার খবর ও ছবি চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে নেটিজেনদের কাছে। সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে অজস্র পোস্ট। হরেক স্মাইলির সমারোহ। বেলা তিনটে পর্যন্ত তিন ঘন্টায় পায়েল সরকারের পোষ্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা যথাক্রমে ৬ হাজার ৮০০, ১ হাজার ২০০ ও ৯৩। আকাশ দে লিখেছেন, ''মমতা দিদি এবার ইলেকট্রিক বিলের পতিবাদ কারেন্টের তারে ঝুলে করবে। খুব তাড়াতাড়িই দেখতে পাবেন।'' আদি রাজ হুসেন লিখেছেন, ''আমিও ভাবছি ৭ টাকা ৫০ পয়সা প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ এর দাম দিয়ে বিদ্যুৎচালিত স্কুটি নিয়ে পেট্রো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করব।''

এসকেএম মন্ডল লিখেছেন, ''গুজরাট থেকে আমদানী করা ডি এক্ষ কোম্পানির ইলেক্ট্রনিক বাইক চড়ে প্রতিবাদ !!! দারুন ব্যাপার!!'' পার্থ পাল লিখেছেন, ''ভাইপোর ঘরে চলন্ত সিঁড়ি, পিসি চালায় স্কুটার গাড়ি।'' সঞ্জীব রায় লিখেছেন, ''দিদির সময় শেষ.....?'' অভিজিৎ চক্রবর্তী লিখেছেন, ''এইবার স্কুটি নিয়ে যা চলছে,মনে হচ্ছে রাস্তায় স্কুটি দেখলেই ভাঙচুর করি।'' অঙ্কিতা দত্ত লিখেছেন, ''এর পর স্কুটি চালানো প্রতিযোগিতা হবে।'' মনোজ চক্রবর্তী লিখেছেন, ''বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবার সত্যিই যোগ্যতা রাখেন বাংলার মেয়েরা। ঠিক। কিন্তু দূর্নীতি পরায়ণ মুখ্যমন্ত্রী যেন না হন। এর চেয়ে বড়ো অভিশাপ বাংলার জন্যে আর কিছু হতে পারে না। চরিত্র বড়ো প্রয়োজন।''

পালটাও দিয়েছেন অনেকে। হৃষিকেশ দত্ত পায়েলকে লিখেছেন, ''মাদাম আপনার বাড়িতে মা,জেঠিমা রা আছেন নিশ্চয়, ওনারা কি পারেন? যদি পারেন তাহলে আপনি এগিয়ে আপনিই এবারের মুখ্যমন্ত্রী।'' পুস্পল বসু লিখেছেন, ''বাংলার মেয়েরা স্কুটি চালাতে জানে একথা বলে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? স্কুটি চালিয়ে বাংলায় নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেন অবশ্যই, কিন্তু পারবেন কি উওরপ্রদেশে গিয়ে নিরাপদে স্কুটি চালিয়ে ফিরে আসতে? এটা মমতা ব্যানার্জির বাংলা বলেই বলতে পারছেন, কারন কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টেই বলছে নারী সুরক্ষায় বাংলা এক নম্বরে।'' কলিমুদ্দিন লিখেছেন, ''এক ছিলো পামেলা যে করেছিলো বিজেপিতে ঝামেলা। আর এক এলো পায়েল বিজেপিকেই করবে ঘায়েল।''প্রলয় মজুমদার লিখেছেন, ''৬৫ বছরে মাননীয়া দিদি স্কুটি ধরে চালানোর সাহস দেখাচ্ছেন আর ওই বয়সে আপনি দেওয়াল ধরবেন।'' হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

করিমগঞ্জ জেলায় পাঁচটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী
উদ্বোধিত প্যাটেলনগরের বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে করিমগঞ্জ জেলায় তিনটি বৃহৎ প্রকল্পের শিলান্যাস এবং দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অসম বিধানসভার নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে আদর্শ নির্বাচনি আচরণবিধি বলবৎ হয়ে গেছে। তাই নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর করিমগঞ্জ সফর বাতিল হয়ে যায়। কথা ছিল, ২৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার মুখ্যমন্ত্রী সশরীরে উপস্থিত হয়ে করিমগঞ্জ জেলাবাসীর বহু প্রতীক্ষিত প্যাটেলনগরে নবনির্মিত ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের শুভ উদ্বোধন সহ অন্যান্য সরকারি প্রকল্পগুলো জনতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। কিন্তু শুক্রবার বিকেলে মুখ্য নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর সফর শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়।

তবে আদর্শ নির্বাচনি আচরণবিধি বলবৎ হওয়ার প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগে বেলা তিনটে নাগাদ জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সরকারি আধিকারিক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপস্থিতিতে দিশপুর থেকে সরাসরি ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে করিমগঞ্জ জেলার দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ভার্চুয়াল মোডে প্রথমেই করিমগঞ্জবাসীর স্বপ্নের প্রকল্প প্যাটেলনগরে নবনির্মিত ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের উদ্বোধন করেন। একই সঙ্গে মৈত্রী প্রকল্পের অধীনে নির্মিত পাথারকান্দি থানার নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এর পর একে একে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শহর সংলগ্ন ধরকোণা এলাকার বাউরবাগে সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের একটি বহুমুখি আবাসিক স্কুলের শিলান্যাস, নিলামবাজার বিসর্জন ঘাটের শিলান্যাস এবং শনবিলে একটি অতিথিশালার শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পর মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বরাক-ব্রহ্মপুত্র ও পাহাড়-সমতলের সম-উন্নয়নে প্রকৃতার্থে গতি এসেছে। আক্ষরিক অর্থে সেই গতিকে সামনে রেখেই সমগ্র রাজ্যে উন্নয়নের এক নব দিগন্তের সুর্যোদয় ঘটেছেস বলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। রাজ্যবাসীর শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও আশীর্বাদকে পুঁজি করে বিজেপি অসমে সফলভাবে পাঁচটি বছর পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে রাজ্যবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগে এদিন জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ ডিডিসি বিক্রম দেবশর্মার পৌরোহিত্যে আহূত সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অসম পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন লিমিটেডের ডিরেক্টর নিত্যভূষণ দে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছায় আজ করিমগঞ্জ জেলার বিদ্যুৎ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ভিকে পিপারসেনিয়া সম্প্রতি এখানে এসে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন সাব-স্টেশনের কাজ সম্পন্ন হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যেমন কথা তেমন কাজ। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে নবনির্মিত এই সাব-স্টেশনের শুভ উদ্বোধনের প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা সবাই। আজ বিভাগীয় আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

নিত্যভূষণ জানান, নতুন সাব-স্টেশনের ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। করিমগঞ্জে রয়েছে মাত্র ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা। এখন আর বিদ্যুৎ সঙ্কটের সৃষ্টি হবে না এই জেলায়। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন এপিডিসিএল-এর চিফ ইঞ্জিনিয়ার জ্যোতির্ময় দাস এবং সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের অধ্যক্ষ অঞ্জন গোস্বামী। এদিনের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, ডা. মানস দাস, পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার, অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যোতি দেব প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

২ মে

● প্রথম পাতার পর

শেষ হচ্ছে ১ জুন, কেরলে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১৪০ (এসসি-১৪ এবং এসটি-২) এবং পুদুচেরিতে মোট আসন সংখ্যা ৩০ (এসসি-৫ এবং এসটি আসন নেই)।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আশ্বস্ত করেছেন, 'নির্বাচনে পর্যাপ্ত সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স মোতায়েন নিশ্চিত করা হবে। সমস্ত সংবেদনশীল পোলিং স্টেশন চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করা হবে। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৩১ শতাংশ ভোটকেন্দ্র বৃদ্ধি হয়েছে। এ বছর পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ১ হাজার ৯১৬টি ভোটকেন্দ্র থাকবে।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, 'বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করলে একসঙ্গে ৫ জনের বেশি মানুষ একত্রিত হতে পারবেন না। সতর্কতা মেনে সর্বাধিক ৫টি গাড়ি নিয়ে পথসভা করা যাবে। অনলাইন মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। সশরীরে মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীর সঙ্গে ২ জন যেতে পারবেন।'

অগ্নিকান্ড

● প্রথম পাতার পর

জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন আয়ত্তে আনে। বনের কুঞ্জির পাশেই রয়েছে কল্পনা দাস এর বসতঘর। তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন এবং পার্শবর্তী এলাকার জনগণ।

দমকল বাহিনীর জওয়ানরা এসে দ্রুত আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তাতে সফল হয় দমকল বাহিনীর জওয়ানরা।ফলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বসতঘর এবং পার্শবর্তী দোকানপাট গুলি। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন তাদের বাড়ির পাশেই রয়েছে ওয়েল্ডিং এর দোকান। সেখান থেকেই আগুন ছিটকে এসে বনের কুঞ্জিতে পরে।বসত ঘরের পাশেই এভাবে ওয়েল্ডিং এর দোকান চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

করলে তবেই বৈঠক হবে।

আজ নবেন্দু ত্রিপুরা সরকারের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষের বিষয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী তথা আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া-র বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা মন্ত্রিসভায় আইপিএফটি-র দুই জন নেতা গুরুত্বপূর্ন দফতর সামলাচ্ছেন। ফলে, সরকারের কাজকর্মে অসন্তোষ নিয়ে জবাবদিহি করতে তারাও দায়বদ্ধ। অক্ষমতা কোথায় তা খুঁজে বের করে জনগণকে জানানোর দায়িত্ব তাদেরও সমানভাবে রয়েছে। তাঁর সাফ কথা, জোট আমাদের লক্ষ্য নয়, এডিসি-র উন্নয়নই মুখ্য।

এদিন তিনি গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডর দাবিকে কড়া ভাষায় বিধেছেন। তাঁর কথায়, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের ব্যাখ্যা এখনও স্পষ্ট নয়। সমস্ত কিছুই এখনও ভীষণ ঘোলাটে। তাঁর কটাক্ষ, শুধু জিগির তোলার জন্য গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের আওয়াজ উঠছে। তাতে, জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আজ তিনি সাফ জানিয়েছেন, আগামীদিনে পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনেও বিজেপি একা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রস্তুত রয়েছে।

অমরপুরে

● আটের পাতার পর

জয়ন্ত ভট্টাচার্যী। এই কর্মশালায় অমরপুর করবুক এবং উদয়পুর মহাকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মোট ৩১ জন সাংবাদিককে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন কলকাতা থেকে আগত বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক তথা আকাশ বাংলা চ্যানেলের মুখ্য ক্যামেরাপার্সন বাবলু দাস। এছাড়াও প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ফোরামের রাজ্য কমিটির প্রচার সম্পাদক রমাকান্ত দে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, গত বছর ত্রিপুরা সফরে এসে কম্পোজিট রিজিওনাল সেন্টার-র ঘোষণা দিয়েছিলাম। সে মোতাবেক ওই সেন্টারের জন্য এখন নতুন ভবনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার ওই সেন্টারের নতুন ভবন নির্মাণে ৭ একর জমি-র বন্দোবস্ত করেছে। তাই, ১-২ মাসের মধ্যে নতুন ভবন নির্মাণে ২০ কোটি টাকা ত্রিপুরা-কে বরাদ্দ করা হবে, প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

জিবি

● প্রথম পাতার পর

না। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা।শুক্রবার তেলিয়ামুড়া থেকে এক রোগীকে জিবি হাসপাতালের আউটডোর দেখানোর জন্য নিয়ে আসা হয়। তার পা ভাঙ্গা। হুইল চেয়ার ছাড়া তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রোগীর পরিবারের লোকজন গাড়ি থেকে রোগীকে নামিয়ে টানা তিনঘন্টা অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু একটি হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা যায়নি। যেখানে হুইল চেয়ারের জন্য গেছেন সেখানে থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা। জিবি হাসপাতাল এ মানুষ বহু প্রত্যাশা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু একাংশের চিকিৎসা কর্মীর বদান্যতায় রোগীরা ভোগান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন। অভিযোগ একাংশের চিকিৎসা কর্মীকে টুপাইস গুঁজে দিলেই হুইলচয়ার ট্রলি সবকিছুই হাতের নাগালের কাছে পাওয়া যায়।হাসপাতালে চিকিৎসার পরিসেবা সুযোগ নিতে আসা রোগীদের সঙ্গে একাংশের স্বাস্থ্যকর্মীদের এক ধরনের আচরণের ঘটনায় ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। মৃত অরুন দাসএকজন মৎস্য বিক্রেতা ছিলেন। মাই গঙ্গা বাজারে তার মাছের দোকান রয়েছে। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি।তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অস্বাভাবিকত্ব জনিত মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে মৎস্য ব্যবসায়ী অরুন দাস।

শীত

● প্রথম পাতার পর

কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেস নেতা শশী থারুর দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যান অটো। বিহারের রাজধানী পাটনায় সাইকেল চালিয়ে নিজের বাড়ি থেকে সচিবালয়ে যান আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শতাংশ ডি এ ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা হল সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিক দিশায় নেবার মাপকাঠি। সেক্ষেত্রে এন সি ই আর টি'র সিলেবাস চালু ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে। যে পরিবার অন্ত্যোদয়ের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে তারাও আজ গর্ব অনুভব করে যে তার সন্তান এন সি ই আর টি'র সিলেবাসে অন্যদের সঙ্গে পড়াশুনা করবে।

বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতিতে বইমেলার আয়োজন করা যাবে কিনা তা নিয়েই সংশয় ছিল। শেষ পর্যন্ত সবার আন্তরিক সহযোগিতায় অন্যান্য বছর থেকে আরও বড় পরিসরে বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবার বইমেলায় উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো থেকে সাংস্কৃতিক দল তাদের সাংস্ক'তিক ঐতিহ্য আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। তাই এবার শুধু বইমেলাই নয়, সাংস্ক'তিক মেলাও। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে বইমেলাকে আরও সমৃদ্ধ এবং আকর্ষণীয় করতে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, লেখা লেখি, সাহিত্য সৃষ্টির অভ্যাস ত্রিপুরায় সব সময়ই ছিল। দিনে দিনে তা আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। তিনি বলেন, এবার বইমেলার মূল ভাবনা বা থিম হলো, 'আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা'।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বিশ্বাস করি সবার সহযোগিতায় আমরা ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারব। বইমেলার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান, বই কিনুন, বই পড়ুন, অন্যকেও বই পড়ান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, বই ও মেলা, এই দুটি শব্দ আমাদের মনে অনুরণন সৃষ্টি করে। এই দিনটি আমাদের কাছে আনন্দের দিন। এই দিনটির জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি। সারা বছরই অনেক নবীন, প্রবীণ লেখকের বই আমাদের রাজ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বইমেলার মঞ্চে বই প্রকাশের আনন্দ আলাদা। তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় যেসব সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে তা আমরাও ভাগ করে নিচ্ছি। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনেও মনন ও চিন্তার মাধ্যম। আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক স্বাধীনতার চেতনাকে উদ্বেলিত করেছিল। তিনি একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে লেখকদের কাছে আহ্বান জানান আপনারা সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি করুন। সমাজকে উপহার দিন। এই সাহিত্য যেন আলোড়ন সৃষ্টি করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বইমেলা হলো মেধা ও মননের মেলা। তিনি বলেন, একটি কলম, একটি বই, একজন মানুষ সারা বিশ্বকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। বই পাঠককে শুধু আনন্দই দেয়না, জীবন পরিবর্তনেও সাহায্য করে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, বই, সাহিত্য আমাদের ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিকে নতুনভাবে নির্মাণ করে।শিক্ষামন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধ'তি দিয়ে বলেন, স্বামীজি বলেছেন ইতিবাচক হও। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ভারতকে অনুসরণ করছে। কারণ ভারত স্বামী বিবেকানন্দের দেখানো পথে চলছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সুস্থ চিন্তা, মেধা, মননের চর্চার জন্য বইমেলার গুরুত্ব অপরিসীম। গত তিন বছরে রাজ্যের সাহিত্য জগৎ আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার শ্লোগানকে আরও গতিশীল করতে বইমেলাও সহায়ক ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনের সহকারি হাই কমিশনার মহঃ যুবায়েদ হোসেন বাংলাদেশকেও বইমেলায় সংপ্রিক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বইমেলার সাফল্য কামনা করেন। বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক মিমি মজমদার, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। তিনি জানান, এবার বইমেলায় মোট ১৬৪টি স্টল রয়েছে। যারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সামিল হতে পারেননি তাদের জন্য এই অনুষ্ঠান ফেসবুকে সরাসরি প্রচার করা হয়েছে। বইমেলায় কোভিড-১৯ আচরনবিধি মেনে চলার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং অন্যান্য অতিথিগণ ৩৯তম আগরতলা বইমেলার মরনণিকা, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর থেকে প্রকাশিত গোমতী সাহিত্য পত্রিকা, রমা চক্রবর্তীর লেখা 'অনুভব' গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। পরিবেশিত হয় বইমেলার মূল ভাবনা 'আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার উপর ভিত্তিকরে নৃত্যায়ন। বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাংলাদেশের থিম প্যাভিলিয়ান, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের থিম প্যাভিলিয়ান এবং ফোটো গ্যালারীর উদ্বোধন করেন।

রাজ্যে বর্তমান সরকার দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ত্রিপুরায় বর্তমান সরকার দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থা 'আলিমকো'র উদ্যোগে এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সহযোগীতায় আয়োজিত সামাজিক আধিকারিতা শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ-কথা বলেন। তাঁর দাবি, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের নিকট যেকোন প্রকল্পের বিষয়ে সহযোগিতা চাইলে তা দ্রুত মঞ্জুর করা হচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত দফতরের মাধ্যমে নতুন শক্তি ও নতুন বিশ্বাস নিয়ে কাজ করছেন। এরমধ্যে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন এমন একটি মন্ত্রক যা মহিলা, শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে জুড়ে থেকে কাজ করছে। যে সমস্ত সামাজিক সংগঠন সমাজের মহিলা, শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করে থাকে সমাজও সেইসব সংগঠনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতর দিব্যাঙ্গন ও প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। ত্রিপুরায় বর্তমানে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন প্রকল্পে সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। নতুন সরকার আসার পর তাদের সামাজিক ভাতা বৃদ্ধি করে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে। তাছাড়াও চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য ৪ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছে বর্তমান সরকার।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় মহিলাদের সশক্তিকরণ ও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রায় ৫,৬০০টি স্বসহায়ক দলকে সরকার ৮৩ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকাল আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য শাড়ি তৈরি করছে মহিলা পরিচালিত স্বসহায়ক দল ও হস্ততাঁত শিল্পীগণ। দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সরকার যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা ত্রিপুরায় ১০০ শতাংশ রূপায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে, বলেন তিনি।

এসসি মোর্চার বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। শুক্রবার বিজেপি রাজ্য সদর কার্যালয়ে এস সি প্রতিনিধিদের দিয়ে সর্বভারতীয় সভাপতি সম্পর্ক বৈঠক করেন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাজ্যের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তিনদিনের রাজ্য সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় সোশ্যাল জাস্টিস এন্ডএম্পাওয়ার্মেন্ট মিনিস্টার তথা এসি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি। রাজ্য সফরকালে তিনি শুক্রবার সকালে বিজেপি সদর কার্যালয়ে সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্তের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। বৈঠকে রাজ্যে এসসি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। রাজ্যে সাংগঠনিক শক্তি কে আরো সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।তিনি বলেন সংগঠনকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই রাজ্যে নিজেদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এর প্রমাণ দিতে হবে।রাজ্য সফরকালে সর্বভারতীয় সভাপতির সাংগঠনিক শক্তি কে একটি মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

দিল্লিতে মার্সেডিজের ধাক্কায় স্কুটার আরোহীর মৃত্যু, গ্রেফতার ঘাতক চালক

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে বেপরোয়া মার্সেডিজের ধাক্কায় মৃত্যু হল একজন স্কুটার আরোহীর। বৃহস্পতিবার ১১.৪৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির বসন্ত বিহার এলাকায়। মৃত স্কুটার আরোহীর নাম- অ্যান্টনি জোসেফ। গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জোসেফের। ঘাতক গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, মার্চ মাসেই ১৯ বছর বয়স হবে গাড়ির চালকের।

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (দক্ষিণ-পশ্চিম) ইঙ্গিত প্রতাপ সিং জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত তখন ১১.৪৫ মিনিট হবে, স্কুটার আরোহীকে ধাক্কা মারে একটি মার্সেডিজ গাড়ি। গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় স্কুটার আরোহীর। বসন্ত বিহার এলাকার বাসিন্দা ঘাতক গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়, পরে পুলিশ চালককে গ্রেফতার করেছে।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

সাতেক আগেও তাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। সে যাত্রায় কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিলাম, বলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ এলাকায় বালি মাফিয়া হিসেবেই পরিচিত রাজু নাথ। কিন্তু, পুলিশ ও বদ দফতর-কে ম্যানেজ করে দিব্যি তিনি অবৈধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কয়লাকান্ডে অভিযুক্তদের জালে আনতে তৎপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা

কলকাতা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কয়লা পাচার কাণ্ডে রাঘব বোয়ালদের জালে আনতে তৎপর হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। শুক্রবার পাচারচক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে কলকাতায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। একইসঙ্গে, এদিন কলকাতা, আসানসোল ও দুর্গাপুরেও অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বলে সূত্রের খবর। ভোটের দিনঘোষণার মুখে এত বড় মাপের অভিযান চাঞ্চল্য তৈরি করেছে বিভিন্ন মহলে।

জানা গিয়েছে, এদিক সকালে রণধীর বার্নওয়াল নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়তে হানা দেয় সিবিআই। দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী এলাকায় ওই ব্যবসায়ীর বাড়ির সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির গোয়েন্দারা। গোয়েন্দারা মনে করছেন, কয়লা পাচারের কালো টাকা বাজারে খাটাতে মদত দিতেন বার্নওয়াল। তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে পাচারচক্রের পান্ডা অনুপ মাঝি ওরফে লালা। সেই সূত্রে একাধিক রাজনীতিবিদ ও পুলিশ অধিকারিকদের কালো টাকা বাজারে খাটিয়েছেন বাঁশদ্রোণীর ওই ব্যবসায়ী। তাঁর কাছ থেকে ওই সমস্ত ব্যাংক লেনদেনের বিশদ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে তদন্তকারী সংস্থাটি।

এদিকে, কলকাতা, আসানসোল ও দুর্গাপুরেও অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দিল্লির উচ্চপদস্থ অধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন কলকাতার ইডি অধিকারিকরা। তারপরও গতকাল রাতে ওড়িশা থেকে একটি বিশেষ দল চলে আসে কলকাতায়। সেখানে মহিলা আধিকারিকরাও আছেন। সেই বিশেষ টিম আধাসেনা বাহিনীর সঙ্গে রাজ্যের একাধিক জায়গায় অভিযান শুরু করে।

আজ হেডলাইনস ত্রিপুরার উদ্যোগে চিকিৎসকদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। শনিবার সোনারতরী হোটেলে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংবর্ধনা ও সম্মাননা জানাবে হেডলাইনস ত্রিপুরা। শুক্রবার এখানে হেডলাইনস ত্রিপুরার সম্পাদক প্রণব সরকার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

হেডলাইনস ত্রিপুরা আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি সোনারতরী হোটেলে সন্ধ্যা ৪ টায় একটি অনুষ্ঠানে দেশ ও বিদেশের ডাক্তারদের সম্মান জানাবে।

কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কুনাল সরকার, ডাঃ অরুণা তান্তি, ডাঃ শুভজ্যোতি ভৌমিক, ভেলোরের চিকিৎসক দেবাশীষ দন্ড, দিল্লী ম্যাক্স হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ কিশোরালয় দত্ত, হরিয়ানার চিকিৎসক ডাঃ জয়া দেববার্মান, লন্ডনের চিকিৎসক ডাঃ গাইলতি, বাংলাদেশী চিকিৎসক ডাঃ তালুকদার। আমেরিকান ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ডাঃ পোনালি ধর চৌধুরীকে সম্মান জানানো হবে।

এ ছাড়া ত্রিপুরার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক, ডাঃ তপন মজুমদার ও ডাঃ সংগীতা চক্রবর্তীকেও সম্মানিত করা হবে। অনুষ্ঠানে কলকাতার খ্যাতনামা শিল্পী লোপা মুদ্রা ও শান্তনু রায় চৌধুরী অভিনয় করবেন। পুরো প্রোগ্রামটি নোঙর করবেন কলকাতার বিশিষ্ট অভিনয়শিল্পী তমালি ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী শুভকরনানন্দ মহারাজ, দেশের বিশিষ্ট ক্রিকেট কোচ সমবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকীয় প্রদ্যোত কিশোর মানিক্যা দেববর্মণ উপস্থিত থাকবেন।

জন গেডার্টের রহস্য মৃত্যু

মিশিগান, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মার্কিন অলিম্পিকের প্রাক্তন মহিলা জিমন্যাস্টিক কোচ জন গেডার্টের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গেডার্ট আত্মহত্যা করেছেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন আমেরিকার মিশিগানের অ্যাটর্নি জেনারেল ডানা নেসেল। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, বৃহস্পতিবার বিকালে ল্যানজিং এলাকা থেকে কোচ জন গেডার্টের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এটি খুবই দুঃখজনক। তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মিশিগান পুলিশ জানিয়েছে, বিকাল ৩টা ২৪ মিনিটে মিশিগানের একটি মহাসড়কের পার্শবর্তী এলাকা থেকে জন গেডার্টের দেহ উদ্ধার করা হয়। তার মৃত্যু নিয়ে তদন্ত চলছে।

পাবলিক নোটিশ

এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হচ্ছে যে একটি রাজনৈতিক দল "পেরাডাইস পার্টি" প্রস্তাব করেছে নথিভুক্তির জন্য। এই পার্টির অফিস হচ্ছে কবিতা এপার্টমেন্ট, শ্রীনিকেতন রোড, পোস্ট- বোলপুর, জেলা- বিরভুম, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২০৪। এই রাজনৈতিক দলটি আবেদন পত্র দাখিল করেছে নয়াদিল্লির ভারতের নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দল হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য আন্ডার সেকশন ২৯এ রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপল অ্যাক্ট,১৯৫১ মোতাবেক। পার্টির অফিস বেয়ারারদের নাম/ঠিকানা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

সভাপতি	সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, পিতা- শ্রী চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী, আর/ও- বন্ধগুরা, সিস্টার নিবেদিতা রোড, বোলপুর, শ্রীনিকেতন, পোঃ ও থানা- বোলপুর, বিরভুম-৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ।
সাধারণ সম্পাদক	দিপক কুমার ঘোষ, পিতা- প্রয়াত কালি কিঙ্কর ঘোষ, আর/ও-সীমান্ত পল্লি, বোলপুর, বিরভুম-৭৩১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ।
কোষাধক্ষ	মধুমিতা রায়, স্বামী- দিপক কুমার ঘোষ, পিতা- প্রয়াত কালি কিঙ্কর ঘোষ, আর/ও-সীমান্ত পল্লি, বোলপুর, বিরভুম-৭৩১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ।

যদি কারো কোন ধরনের আপত্তি থাকে "পেরাডাইস পার্টি" নিয়ে তাহলে কারণ সহ তাদের আপত্তি জানাতে পারেন সম্পাদক, (পলিটিক্যাল পার্টি) ভারতের নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সদন, অশোক রোড, নয়া দিল্লী-১১০০০১ এই ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে।

ক্রীড়াঙ্গন

মেসিদের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ সুনীলদের! কোপা আমেরিকায় আমন্ত্রণ ভারতকে

নয়াদিল্লী, ২৬ ফেব্রুয়ারী।। লিওনেল মেসি কিংবা নেইমারকে আটকাচ্ছেন সন্দেশ ঝিঙ্ঘান। কিংবা সুনীল ছেত্রীকে আটকাচ্ছেন মারকুইনহোস। কোনও প্রদর্শনী ম্যাচ নয়। শতাব্দী প্রাচীন কোপা আমেরিকায় এবার এই দৃশ্য দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কারণ অস্ট্রেলিয়া এবং কাতার দুই দেশই এই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য আমন্ত্রিত হলেও তারা শেষমেশ অংশ নেবে না। এরপরই আয়োজকদের তরফ থেকে ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর এই আমন্ত্রণ পেয়েই স্বভাবতই খুশি আয়োজকরা। গত বছর করোনার কারণে স্থগিত হয়েছিল কোপা আমেরিকা। চলতি বছরে ১১ জুন থেকে তা হওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এআইএফএফ সচিব কুশল দাস জানান, "এশিয়ার থেকে কাতার ও অস্ট্রেলিয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল ফেডারেশন। অস্ট্রেলিয়া অংশ নিতে না পারায় ভারতকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপরই আয়োজকদের তরফ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ওরা আমাদের পেতে খুবই আগ্রহী।"তবে সুনীলদের এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই সংশয় রয়েছে। কারণ অবশ্যই বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ। তবে এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না এআইএফএ। তাই দুটি দল তৈরি করার কথাও ভাবছেন ফেডারেশন কর্তারা। এই প্রসঙ্গে কুশল দাসের মন্তব্য, "সূচি নিয়ে আমাদের সমস্যা রয়েছে। কোপা আমেরিকা জুনে। আমরা মার্চ বা এপ্রিল মাসে বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচ খেলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আফগানিস্থান, বাংলাদেশ রাজি না হওয়ায় তা ওই সময়ে আয়োজন করা যাচ্ছে না। ফলে কিছু করার নেই। আর কোপা আমেরিকা খুবই কঠিন প্রতিযোগিতা। তাই আমরা তরুণ ফুটবলারদের সেখানে পাঠানোর কথা ভাবছি। এটা ওদের সামনে খুব বড় সুযোগ। তবে এই বছর না হলেও পরে আমাদের সামনে সুযোগ থাকবে কোপা আমেরিকায় সিনিয়র দল পাঠানোর।" তবে আদৌ ভারত অংশ নেবে কিনা অথবা তরুণ ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত দল পাঠাবে কি না সেব্যাপারে সরকারি ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও নেয়নি এআইএফএফ।

পিচ বিভ্রাটে আইসিসির হস্তক্ষেপ চাইলেন রুট! বিতর্ক বাড়ালেন ম্যাচের পরেই

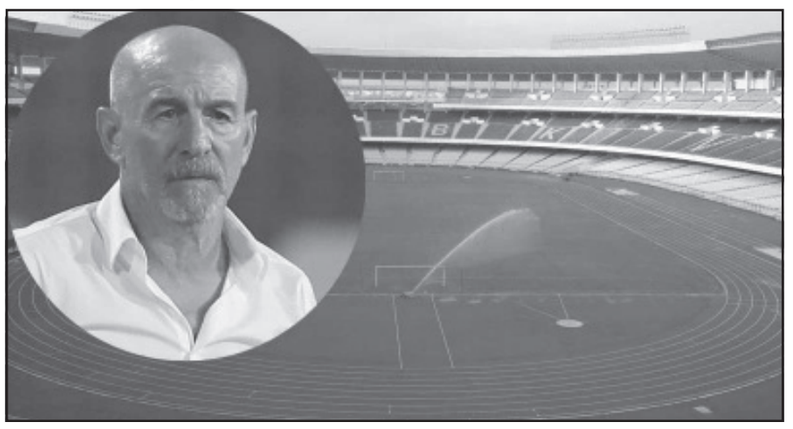

নয়াদিল্লী, ২৬ ফেব্রুয়ারী।। ভারতের কাছে দ্বিতীয় টেস্টে ১০ উইকেটে হেরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছে ইংল্যান্ড। ম্যাচের পরে জো রুট সরাসরি না বললেও জানিয়ে দিলেন পিচ কতটা স্পিন সহায়ক ছিল। মোতেরার পিচ বিভ্রাটের পর আইসিসির নিয়ম কী বলছে, তা জানা জরুরি। রুটকে পিচের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হতেই ইংরেজ অধিনায়ক জানিয়ে দেন, তাঁর মত একজন পার্টটাইম স্পিনার পাঁচ উইকেট দখল করেছেন।

এতেই বিষয়টি স্পষ্ট। "যদি আমিই পাঁচ উইকেট পাই, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে পিচ কতটা স্পিনারদের সাহায্য করেছে। প্রতিটি দেশই হোম কন্ডিশনের সুবিধা নিয়ে থাকে। এটাই টেস্ট ক্রিকেটের সৌন্দর্য্য।"এরপরে রুট আরো বলেন, "বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুন্দর সুন্দর জায়গায় গিয়ে খেলার মাধ্যমেই নিজের স্কিল আরো উন্নত করার প্রয়াস চালাতে হয়।"আইসিসির বক্তব্য কী?স্পিন সহায়ক খারাপ পিচের বিষয়ে আইসিসির রুলবুকে যা লেখা রয়েছে তা হল- "খারাপ পিচ সেটাই যা ব্যাট বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ঘটতে দেয় না। এমন পিচ হয় ব্যাটসম্যানদের পর্যাপ্ত সাহায্য করে অথবা বোলারদের (সিম, স্পিন) এতটাই সাহায্য করে যে ব্যাটসম্যানদের পক্ষে রান তোলা মুশকিল হয়ে পড়ে। স্পিন ফ্রেন্ডলি খারাপ পিচ আবার ম্যাচের প্রথম থেকেই বোলারদের সাহায্য করে।" রুট সরাসরি না বললেও আইসিসি-র হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন সুকৌশলে। তিনি ম্যাচের পরেই বলে দিয়েছেন, "এটা আইসিসির দেখা উচিত। ওদেরই এটা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ক্রিকেটার হিসেবে আমরা কেবল যেকোনো পিচে খেলতে বাধ্য। হোম এডভান্টেজ থাকবেই। তবে দুই দলেই এত বিশ্বমানের ক্রিকেটার রয়েছে, তারা ম্যাচে সেভাবে অবদান রাখতে পারল না। এটা লজ্জার।" রুটের বক্তব্য, জেমস আন্ডারসন এবং স্টুয়ার্ট ব্রডের মত তারকাদের সেভাবে ব্যবহারই করতে পারলেন না। আক্ষেপ সেখানেই।

ওজন কমিয়েছেন ৮ কেজি! অশ্বিনের সাফল্যের গুপ্ত রহস্য ফাঁস

নয়াদিল্লী, ২৬ ফেব্রুয়ারী।। ১ কেজি কিংবা ২ কেজি নয়, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৮ কেজি ওজন কমিয়েছেন লকডাউনে। আর বাড়তি ওজন ঝরিয়ে ফেলেই বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের কাছে আরো ত্রাসের সঞ্চার করেছেন তারকা স্পিনার।সাম্প্রতিককালে যেমন চূড়ান্ত ছন্দে রয়েছেন, সেই ফর্মই ধরে রেখেছেন গোলাপি বলের টেস্টে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৭ উইকেট দখল করেছেন। তারপরেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, "আগামী ৩-৪ বছর যাতে পুরোপুরি ছন্দে থাকতে পারি সেই কারণে লকডাউনে কঠোর পরিশ্রম করেছি। ৭-৮ কেজি ওজন ঝরিয়েছি। তারপর থেকেই আমার পারফরম্যান্স গ্রাফ ঊর্ধমুখী।"

জোফ্রা আর্চারকে আউট করার সঙ্গেই কেরিয়ারের ৪০০ টেস্ট উইকেট নেওয়ার মাইলফলক গড়ে ফেলেছেন অশ্বিন। দ্রুততম ৪০০ উইকেট (৭৭ টেস্ট) শিকার করার নিরিখে তিনি আপাতত দ্বিতীয় স্থানে। শীর্ষে কিংবদন্তি মুথাইয়া মুরলিধরণ। চতুর্থ ভারতীয় হিসাবে এই কীর্তি গড়লেন অশ্বিন। তার আগে অনিল কুম্বলে (৬১৯), কপিল দেব (৪৩৪), হরভজন সিং (৪১৭) ৪০০ উইকেটের ক্লাবে পৌঁছেছিলেন।সেই মাইলফলকের পৌঁছনোর অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তারকা বলে দিয়েছেন, "অসাধারণ একটা মুহূর্ত। স্টেডিয়ামের সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছিল। জয়ে এটা কাজে এসেছে বলে আরো ভালো লাগছে।"লকডাউনের পরে অশ্বিন চূড়ান্ত ছন্দে রয়েছেন। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস, তারপর অস্ট্রেলিয়া সফর এবং চলতি ইংল্যান্ড সিরিজ- অশ্বিন সম্ভবত কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছেন।একইভাবে অশ্বিন ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ মরশুমেও প্রশংসিত হয়েছিলেন সাফল্যের জন্য। তামিল তারকা ম্যাচের পরে বলে দিয়েছেন, "সবাই এখন একই প্রশ্ন করে চলেছে যেমনটা ২০২৫-১৬, ২০১৬-১৭ মরশুমে করেছিল। একটা বিষয় পরিষ্কার, আমি সবসময় উন্নতি করতে চেয়েছি। যদি ভবিষ্যতে আরো উন্নতি করি, তাহলে আমি অবাক হব না।"বিরাট কোহলি সাধে বলেছেন, অশ্বিন হলেন বর্তমান প্রজন্মের কিংবদন্তি!

প্রিমিয়ার লিগ থেকে বিদায়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে বদ্ধপরিকর লিভারপুল

নয়াদিল্লী, ২৬ ফেব্রুয়ারী।। গত মরশুমে ৩০ বছর পর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতেছিল লিভারপুল। কিন্তু এই মরশুমের শুরু থেকেই ছন্নছাড়া লাগে দলটিকে। একের পর এক ম্যাচে হার। যার ফলে ফুটবলারদের মনোবল একদম ভেঙে গিয়েছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এখনও অনেকটা পথ বাকি। তবে একের পর এক পরাজয়ে যেন দিক হারিয়ে ফেলেছে গত মরশুমে শিরোপাধারী দলটি। মরশুমের শুরু থেকেই চোটে জর্জরিত দলটি। তার উপরে টানা চার ম্যাচ হেরে গিয়ে তারা নেমে গেছে লিগ টেবিলের ছয় নম্বরে। শীর্ষস্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ১৯। ঘরের মাঠে টানা চার ম্যাচ হারা লিভারপুল দলের শেষ ১১ ম্যাচে তারা জয় পেয়েছে কেবল দুটি ম্যাচে।এমতাবস্থায় এখান থেকে তাদের আর প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জয় সম্ভব নয় বলে মনে করেন লিভারপুলের তারকা ফুটবলার সাদিও মানে। তাই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আশা ছেড়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য তৈরি হচ্ছে দলটি। এক সাংবাদিক বৈঠকে সেনেনেগালের তারকা ফুটবলার সাদিও মানে জানান,' আমাদের মরশুমের শুরু থেকেই লক্ষ্য ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রিমিয়ার লিগে জয়লাভ। তবে, এখন আমি বলতে পারি প্রিমিয়ার লিগের আশা কার্যত শেষ, কারণ ব্যবধান হয়ে গেছে অনেক বেশি। সেখান থেকে ফিরে আসা অনেকটাই কঠিন।'লিভারপুলের এই তারকা ফুটবলার আরও জানান, আপাতত প্রিমিয়ার লিগের আশা ছেড়ে, এখন আমাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়লাভ করা। আর তার জন্যই আমরা এগাব। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়লাভ সহজ হবে না। আমাদের ইউরোপের সেরা ক্লাবগুলির সাথে লড়াই করতে হবে। তবে আমরা লড়াই করতে প্রস্তুত।

করোনার মহামারীর জের, স্থগিত হয়ে গেল কলকাতা ফুটবল লিগ

নয়াদিল্লী, ২৬ ফেব্রুয়ারী।। করোনার কারণে গত বছর শুরু করে যায়নি কলকাতা ফুটবল লিগ। একাধিক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত কলকাতা লিগ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। যদিও লিগ এতদিন পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু ২০২০-২১ মরসুমের লিগ এখনও হয়নি, সামনে চলে এসেছে ২০২১-২২ মরসুমের সময়। ফলে অবশেষে সব ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর ২০২০-২১ মরসুমের কলকাতা লিগ স্থগিত রাখল আইএফএ। সিদ্ধান্তের কথা জানালেন আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। কলকাতার তিন প্রধান এসসি ইস্টবেঙ্গল, এটিকে মোহনবাগান, মহামেডান সহ অনান্য সব দলকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিল আইএফএ। গত মরসুম ও আগামি মরসুমের লিগের ভবিষ্যতনিয়ে নানা বিষয় উঠে আসে আলোচনা। সামনেই বিধানসভা ভোচ রয়েছে রাজ্যে। ফলে এখন গত মরসপমের লিগ ছোট করেও করতে গেলে পুলিস পাওয়া সহ নানা প্রসাসনিক বিষয়ে সমস্যা হতে পারে। তাই সব দলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হয়েই ২০২০-২১ কলকাতা লিগ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "ক্লাবগুলির বক্তব্য শোনার পরেই এই মরসুমে প্রিমিয়ার লিগ-সহ কলকাতা লিগের খেলা না করার সিদ্ধান্ত। আগামী জুন মাস থেকে পরের মরসুমের প্রিমিয়ার লিগ ও কলকাতা লিগ হবে। সেখানে তিন বড় দলই খেলবে।" একইসঙ্গে আগামি মরসুম ২০২১-২২ এর কলকাতা লিগ আগামি জুন মাস থেকে শুরু হতে পারে বলে জানিয়ে দিয়েছেন আইএফএ সচিব। তবে সব কিছু এখনও নির্ভর করছে করোনা পরিস্থিতির উপর।

বাধা হবে না নির্বাচন, যুবভারতীতেই এএফসি কাপের ম্যাচ খেলাতে চায় এটিকে মোহনবাগান

নয়াদিল্লী, ২৬ ফেব্রুয়ারী।। এএফসি কাপ যুবভারতীতে করার জন্য মরিয়া এটিকে মোহনবাগান শিবির। বৃহস্পতিবার ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচন নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। যুবভারতীতে এএফসি কাপ আয়োজন করার দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হোক।কোভিড পরিস্থিতির জন্য এএফসি চাইছে, একটা ভেনুতে গ্রুপ লিগের খেলাগুলো করতে। যাতে কোয়ারান্টাইনের সমস্যা না হয়। তাই এটিকে মোহনবাগান দাবি জানিয়েছে, যুবভারতীতে গ্রুপ লিগের খেলাগুলো করার অনুমতি যেন এএফসি দেয়। কলকাতায় খেলা করতে ফেডারেশনের কোনও সমস্যা নেই। অসুবিধে হচ্ছে নির্বাচন। এবার বিধানসভা নির্বাচন কবে হবে, এখনও দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। কিন্তু মে-জুন মাসেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আবার এএফসি কাপের খেলাগুলি মে মাসে হবে। তাই নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। অর্থাৎ পর্যাপ্ত পুলিশ পাওয়া যাবে না। কিন্তু এটিকে মোহনবাগানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পুলিশ না পাওয়া গেলে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের কাজে লাগিয়ে খেলাগুলি করা হবে। তাছাড়া যুবভারতীতে কোনও দর্শক ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাহলে খেলা করতে সমস্যা কোথায়? আসলে সবুজ-মেরুন শিবির নিশ্চিত, মালদ্বীপের মাজিয়া ও বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসকে অনায়াসে হারিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে পৌঁছে যেতে পারবে। তাই কলকাতায় খেলা করতে মরিয়া ক্লাব কর্তৃপক্ষ।এদিকে গোয়া থেকে দেশে ফেরার আগে গতকালই মোহনবাগান তাঁবুতে ঘুরে গিয়েছেন প্রাক্তন কোচ কিবু ভিকুনা। পেশার তাগিদে হয়তো চলে যেতে হয়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্সে। কিন্তু মন পড়েছিল মোহনবাগান তাঁবুতেই। তাই কলকাতায় এসেই কিবু ভিকুনা সোজা চলে এলেন প্রিয় সবুজ-মেরুন তাঁবুতে। সঙ্গে ডেকে নিলেন মোহনবাগানে একদা তাঁর সহকারী রঞ্জন চৌধুরিকে। বুধবার রাতেই শহরে আসেন কিবু ভিকুনা। তখনই ঠিক করেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে একবার প্রিয় সবুজ-মেরুন তাঁবুতে আসবেন। ঠিক সেভাবেই একদা সহকারী রঞ্জন চৌধুরিকেও ক্লাবে ডেকে নেন তিনি।বিকেল ৫টার সময় স্ত্রীকে সঙ্গী করে যখন সবুজ-মেরুন তাঁবুতে ঢুকছেন, তখন কর্তা বলতে ছিলেন উত্তম সাহা আর সঞ্জয় ঘোষ। ক্লাব তাঁবুতে উপস্থিত গুটি কয়েক সমর্থক কিবু ভিকুনাকে দেখে চমকে ওঠেন। সকলের সেলফি তোলার আব্দার মিটিয়ে ক্লাব তাঁবুর ভিতরে গিয়ে বসেন ড্রেসিংরুমে ঢোকার মুখে বাঁদিকের ঘরে। রঞ্জন আর কর্তাদের সঙ্গে গল্প, পুরনো স্মৃতি নিয়ে আড্ডায় মেতে ওঠেন তিনি। তাঁর সময়ের আই লিগের বিভিন্ন ম্যাচের ঘটনা নিয়ে মজা করতে থাকেন রঞ্জনের সঙ্গে। পরে ক্লাব তাঁবু ছেড়ে বের হওয়ার সময় সাংবাদমাধ্যমের প্রশ্নর উত্তরে কিবু ভিকুনা বলেন, "এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার জন্য মুম্বই সিটি এফসির থেকে এটিকে মোহনবাগানের সুযোগই বেশি। কারণ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যেতে হলে এটিকে মোহনবাগানের ড্র করলেই হবে। কিন্তু মুম্বইকে জিততে হবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-39/EE/RD/ TLM-DIV/20-21, Dt: 24/02/2021

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division. Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M on 08/03/2021 for 01(One)** No. Works. For details visit website-https://tripuratenciers.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-3340/21

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invites e-tender against Press NIcT No. 22/EE/PWD/KHW/2020-21 Date- 24-02-2021

For
1) FDR of CD at Balua Bari at Mitnacherra to Ampura road under Padmabil PWD Sub-Division falling under 24-R.0 Ghat constituency during 2020-21/SH: Apron, Cut-off wall
DNIT No.- 30/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2020-21
Estimated Cost : Rs .4,291554.00, Earnest Money : 4,296.00
2) FDR at road from Ratanpur bazaar to Rathtilla under Padmabil Block during the year 2020-21/S.H: Retaining wall.
DN1T No.- 31/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2020-21.
Estimated Cost : Rs. 41981069.00, Earnest Money : 4,981.00
All details related NIT can be seen in the office of the under-signed during office hours from 24-02-2021 to 08-03-2021.

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai, Tripura.

ICA-C-3347/21

শুক্রবার আগরতলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। ছবি নিজস্ব।

শান্তি ও উন্নয়নের নয়া উচ্চতায় পৌঁছতে প্রস্তুত জম্মু-কাশ্মীর ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শান্তি ও উন্নয়নের নয়া উচ্চতায় পৌঁছতে প্রস্তুত জম্মু ও কাশ্মীর। গুলমার্গে শুরু হওয়া 'খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস' এটাই জানান দিচ্ছে। শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গে 'খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার পর এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে গুলমার্গে 'খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস-এর দ্বিতীয় সংস্করণ আজ থেকে শুরু হচ্ছে। গুলমার্গে শুরু হওয়া এই উইন্টার গেমস জানান দিচ্ছে, শান্তি ও উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে প্রস্তুত জম্মু ও কাশ্মীর। এই শীতকালীন ক্রীড়া জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন ক্রীড়া ইকোসিস্টেমের বিকাশে সহায়তা করবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্পোর্টস

শুধুমাত্র শখ অথবা টাইমপাস নয়। স্পোর্টস থেকে আমরা টিম স্পিরিট শিখতে পারি, পরাজয়ে নতুন পথের সন্ধান করি, জয়ের প্রতিচ্ছবি, দেশের শক্তির পরিচয় করাচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আমরা ভারতে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় খুলছি। পুনরাবৃত্তি শিখি এবং সঙ্কল্পবদ্ধ হই। এখন ক্রীড়া এমন স্তরে পৌঁছে গিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বে ভারতের কীভাবে ক্রীড়া বিজ্ঞান এবং ম্যানেজমেন্টকে স্কুল পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি তা ভাবতে হবে আমাদের। এর ফলে আমাদের যুবকরা আরও বেশি সুযোগ পাবে এবং স্পোর্টস অর্থনীতিতে ভারতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।' নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে ক্রীড়াকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগে খেলা শুধুমাত্র অতিরিক্ত পাঠ্যক্রমিক ক্রিয়াকলাপ হিসেবে বিবেচিত হত, এখন খেলাধুলা পাঠ্যক্রমের একটি অংশ হয়ে উঠবে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আপনারা যখন খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস-এ নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরবেন, তখন মনে রাখবেন আপনারা শুধুমাত্র একটি খেলার অংশ নন, আপনারা আত্মনির্ভর ভারতের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডরও।'

সিরিয়াকে সাহায্য ভারতের রাষ্ট্রসংঘে জানালেন তিরুমূর্তি

জেনেভা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সিরিয়ার আবেদনে সাড়া দিয়ে সেদেশে দু'হাজার মেট্রিক টন চাল পাঠিয়েছে ভারত। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘে এই তথ্য দিয়ে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি জানিয়েছেন সিরিয়ার সরকার থেকে জরুরি মানবিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করার পরই তাদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারত এই ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার ক্ষমতা বিস্তারের লড়াইয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি কার্যত দাবার বোর্ডে পরিণত হয়েছে। আর খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আসাদপন্থী ও বিদ্রোহীদের লড়াইয়ে গুঁড়িয়ে গিয়েছে হাসপাতাল। প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছে খাবার ও পানীয় জলের। এহেন সংকটে দেশটির পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি জানিয়েছেন, এই সংকটের সময় সিরিয়ার জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। তিনি বলেন, "দেশটিতে চলা প্রচণ্ড ডামাডোলের সময় সিরিয়ার জনগণের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত। চলতি মাসের শুরুর দিকে আমাদের কাছে জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য চেয়ে আরজি জানিয়েছিল সিরিয়ার সরকার। মানবিকতার খাতিরে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এপর্যন্ত ২ হাজার মেট্রিক টন চাল সে দেশে পাঠিয়েছি আমরা। তবে আন্তঃসীমান্ত ত্রাণ বিলি করার সময় দেশটির ভৌগলিক সীমানা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানাতে হবে। এছাড়া, সে দেশে সব দলেরই উচিত ত্রাণকর্মীদের সুরক্ষা প্রদান করা।"

উল্লেখ্য, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সমর্থনে রয়েছে রাশিয়া ও ইরান। পালটা বিদ্রোহী বাহিনী 'সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট'কে মদত দিচ্ছে আমেরিকা। ইসলামিক স্টেটের পতনের পর সিরিয়ায় শরণার্থীদের রক্ষা ও কুর্দ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে সিরিয়ার একটি অংশ দখল করেছে তুরস্ক। একই সঙ্গে আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের উপর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে। এহেন জটিল পরিস্থিতিতে ইঙ্গিতে প্রেসিডেন্ট আসাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে নয়াদিল্লি। রাসায়নিক হাতিয়ার ব্যবহারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ভারত সাফ জানিয়েছে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। রাসায়নিক হাতিয়ার নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয়।

বৃষ্টিতে ভিজল জম্মু-কাশ্মীর কার্গিল কাঁপছে -২.৮ ডিগ্রিতে

জম্মু ও শ্রীনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃষ্টিতে ভিজল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর। বিগত ১২ ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে। আগামী ২৪ ঘন্টা এমনই থাকবে আবহাওয়া, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। কাশ্মীরে আবার তুষারপাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জাঁকিয়ে শীত একেবারে উধাও। জম্মু ও কাশ্মীরে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার পহেলগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গুলমার্গে মাইনাস ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখনও ঠাণ্ডায় কাঁপছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। লাদাখের লেহ শহরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কার্গিল কাঁপছে মাইনাস ২.৮ ডিগ্রিতে এবং দ্রাসে মাইনাস ১.৮ ডিগ্রি। ঠান্ডা তো নেই, বলা যেতে পারে গরম পড়ে গিয়েছে জম্মুতে। এদিন জম্মুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৩ ডিগ্রি।

পরিবর্তন আনা হচ্ছে কো-উইন অ্যাপে শনি ও রবিবারে দেশজুড়ে বন্ধ টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পরিবর্তন আনা হচ্ছে কো-উইন অ্যাপে, তাই সাময়িক বন্ধ থাকবে করোনার টিকাকরণ। আগামী শনি ও রবিবার টিকাকরণের কথা থাকলেও এই দুইদিন দেশজুড়ে বন্ধ থাকবে টিকাকরণ প্রক্রিয়া, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে।

আগামী ১ মার্চ থেকে দেশের যাটোর্ধ ব্যক্তি ও ৪৫ বছরের উর্ধ, যাঁদের কো-মর্ডিবিটি রয়েছে, তাঁদের টিকাকরণ প্রত্রিয়া শুরু হচ্ছে। টিকাকরণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পরিচালনের জন্য তৈরি কো-উইন অ্যাপে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রথম সারির করোনা যোদ্ধাদের টিকারণের প্রক্রিয়াটি কো-উইন অ্যাপে আগে থেকেই নথিভুক্ত করা হচ্ছিল। টিকাকরণের দ্বিতীয় ধাপে পরিবর্তন আনা হবে অ্যাপেও। সেই কাজেই দুদিনের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে অ্যাপটি।

এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে বলা হয়, "এই শনি ও রবিবার (২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি) কো-উইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। কো-উইন ১.০ থেকে তা পরিবর্তন করে কো-উইন ২.০ -তে রূপান্তরিত করা হবে। সেই কারণে এই দুদিন নির্ধারিত টিকাকরণ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হচ্ছে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে জানানো হয়েছে।"

আগামী সোমবার থেকেই দ্বিতীয় দফার টিকা গ্রহীতারা কো-উইন অ্যাপে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। দ্বিতীয় দফায় টিকাকরণে ভিন রাজ্যের বাসিন্দারাও এবার টিকা নিতে পারবেন। এই দফায় যাটোর্ধ ব্যক্তি ছাড়াও কো-মর্ডিবিটি যুক্ত ৪৫ বছরের বেশি বয়সীরাও টিকা নিতে পারবেন।

সেনসেক্সে বড় পতন, প্রায় দুই হাজার পয়েন্ট পড়ল বিএসই

মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিশ্ববাজারে শেয়ারের খারাপ দশার প্রভাব পড়েছে ভারতের শেয়ারবাজারেও। বিশ্ববাজারে পড়তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শুক্রবার প্রায় দুই হাজার পয়েন্ট পড়ল বিএসই। বন্ডের ক্ষেত্রে ইল্ড বাড়লেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে উদ্বেগ বিশ্বব্যাপী লগ্নিকারীদের উপর প্রভাব ফেলেছে। এদিন বিএসই সেনসেক্স ১৯৩৯ পয়েন্ট বা ৩.৮০ শতাংশ নেমে গিয়ে অবস্থান করছে ৪৯,১০০ পয়েন্টে। অন্যদিকে এনএসই নিফটি ৫৬৮ পয়েন্ট বা ৩.৭৬ শতাংশ নেমে দিনের শেষে অবস্থান করছে ১৪,৫২৯ পয়েন্টে। ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থার শেয়ারগুলির অবস্থা চরম খারাপ হতে দেখা গিয়েছে বিশ্বজুড়ে শেয়ার বেচার হিড়িক দেখা দেওয়ায়।

বিএসইতে যেসব শেয়ারগুলি রীতিমতো পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে-ওএনজিসি, মহিন্দ্র অ্যান্ড মহিন্দ্র, পাওয়ার গ্রিড, বাজাজ ফিন সার্ভিস, অ্যাক্সিস ব্যাংক এবং কোটাক মাহিন্দ্র ব্যাংক। এইসব শেয়ারগুলির পতন ঘটেছে ৬.৩৪ শতাংশ পর্যন্ত। অন্যদিকে এনএসই প্লাটফর্মে সবকটি ক্ষেত্রের সূচক এদিন লাল ছিল। এরমধ্যে নিফটি প্রাইভেট ব্যাংক এবং নিফটি ফিনান্সিয়াল সার্ভিস এই দুই ক্ষেত্রে সূচক নেমে গিয়েছে ৪.৯৩ শতাংশ।

সম্প্রতি আমেরিকায় বন্ডের ইল্ড অর্থাৎ বন্ড থেকে আয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া প্রতিফলিত করছে অর্থনীতি বৃদ্ধির ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ও ঘুরে দাঁড়ানোর আশা জাগাচ্ছে কিন্তু আবার উচ্চ হারে মুদ্রাস্ফীতি মাথাচাড়া দিতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাধ্য হতে পারে সুদের হার বাড়াতে।যেহেতু বন্ডের ইল্ড এবং ইকুইটি রিটার্ন ব্যস্তনুপাতিক সেহেতু একটা আশঙ্কা দানা বেঁধেছে বিদেশি লগ্নিকারীরা শেয়ার বাজার থেকে তাদের তহবিল উঠিয়ে নিতে পারেন। এটাই সাধারণত দেখা যায় যখন বন্ড থেকে ভাল আয় হয় তখন শেয়ার বাজারের অবস্থা খারাপ হয়।

মৃত্যু বার্ষিকীতে ব্লগার অভিজিৎ রায়কে স্মরণ গণজাগরণ মঞ্চের

ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মৃত্যু বার্ষিকীতে ব্লগার ও লেখক অভিজিৎ রায় স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করছে প্রগতিশীল সংগঠনগুলো। শুক্রবার সন্ধ্যায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেটের পাশে যেখানে ২০১৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আজকের দিনে হামলার শিকার হয়েছিলেন সেখানেই এ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।অভিজিৎ রায়ের ছবিতে শ্রদ্ধা জানান হয়।

গণজাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে লাগানো ব্যানারে লেখা হয়েছে অভিজিৎ রায়রা হারলে হারবে বাংলাদেশ। শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন অভিজিতের ভাই অনুজিৎ রায়। এসময় তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, দেরিতে হলেও আমার ভাই হত্যার রায়টা হয়েছে। আমি চাই রায়টা যাতে অবিলম্বে কার্যকর হয়।

'শুধু রায় কার্যকর করাটা যথেষ্ট না, আমি মনে করি পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব আরো বেড়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের মূল আসামি তাদের যেন গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়। না হলে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে আমাদের পরিবারের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। মূল যারা হোতা তাদের যেন দ্রুত গ্রেফতার করা হয় এবং রায় কার্যকর করা হয়।'

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট মিছিল সহকারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল কাদেরী জয়, সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন প্রিন্স।

চিত্র সাংবাদিকদের কর্মশালা অমরপুরে

আগরতলা, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রোটাকশন অব মিডিয়া কমিউনিটি, রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আজ অমরপুর রাজস্ব ডাকবাংলোর কনফারেন্স হলে চিত্র সাংবাদিকতার উপর একদিনের এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অমরপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন শংকরা নন্দ সাহা। অনুষ্ঠানে এই কর্মশালার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সভাপতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থার রোড জেলে নীরব মোদীকে রাখার সব ব্যবস্থাই প্রায় শেষ

মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নীরব মোদীকে রাখার সব ব্যবস্থাই প্রায় শেষ করে ফেলেছে মুম্বইয়ের হাই সিকিউরিটি আর্থার রোড জেল কর্তৃপক্ষ। আর্থার রোড জেলের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, নীরব মোদীকে দেশে ফেরানো হলে, তাঁকে ১২ নম্বর ব্যারাকের ৩টি সেলের যে কোনও একটিতে রাখা হবে। এনিয়ে সব প্রস্তুতি শেষ করে ফেলা হয়েছে।

নীরব মোদীর জন্য কী ব্যবস্থা করা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে কেন্দ্রকে জানিয়েছে আর্থার রোড জেল কর্তৃপক্ষ। নীরব মোদীকে যে সেলে রাখা হবে সেখানে কয়েদির সংখ্যা খুব কম হবে। তাঁর জন্য যে সেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার আয়তন হবে ৩ বর্গ মিটার। থাকবে তোষক, বালিশ, বেডশিট, কম্বল। এছাড়াও সেলের মধ্যে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা হচ্ছে। এছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখার জন্যও ব্যবস্থা থাকছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের আদালতের তরফে রায় দেওয়া হয়েছে, ভারতের জেলে নীরব মোদীকে রাখার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেখানে তাঁর উপযুক্ত বিচার হবে। আর্থার রোড জেলের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মহারাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে জানাতে চায় কেন্দ্র। রাজ্য সরকার তা কেন্দ্রকে তা জানানোর পরই লন্ডনের ওয়েস্ট মিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তা জানানো হয়। তার পরেই প্রত্যর্পণের নির্দেশ মিলল।

উত্তরাখণ্ড বিপর্যয়ে নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য নেহা কক্করের

মুম্বই, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তরাখণ্ডের তুষার ধসে নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা জানান নেহা কক্কর।। এই পরিস্থিতিতে একটি নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে এগিয়ে এলেন গায়িকা নেহা কক্কর। পাশাপাশি বাকিদেরও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা জানান গায়িকা। বর্তমানে একটি জনপ্রিয় গানের শো'য়ের বিচারকের আসনে রয়েছেন নেহা কক্কর।

ভারত-চিনের বিদেশমন্ত্রীদের মধ্যে ৭৫ মিনিটের কথোপকথন, সীমান্তে শান্তি বজায় রাখায় জোর

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এবার চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই'র সঙ্গে ফোনে আলোচনা সারলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রককের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে প্রায় ৭৫ মিনিট কথা বলেন জয়শংকর। এই বৈঠকে চিন স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করার ওপর জোর দিলেও সীমান্তে শান্তি বজায় রাখাই যে তার পূর্বশর্ত, সেটি ফের স্পষ্ট করে দিয়েছে ভারত।

দশ দফা আলোচনার পর অবশেষে পূর্ব লাদাখের প্যাংগং সো থেকে সেনা সরিয়েছে ভারত ও চিন। গোগরা, হট স্প্রিংস ও সবচেয়ে বড় কাঁটা দেপসাংয়ে এখনও সমস্যা আছে। এর মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়ার রিভিউ করলেন ভারত ও চিনের বিদেশমন্ত্রী। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রককের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে প্রায় ৭৫ মিনিট কথা বলেন জয়শংকর। শেষে ঠিক হয় যে এবার বিদেশমন্ত্রীদের মধ্যে হটলাইন তৈরি হবে। চিন স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করার ওপর জোর দিলেও সীমান্তে শান্তি বজায় রাখাই যে তার পূর্বশর্ত, সেটি ফের স্পষ্ট করে দিয়েছে ভারত।

জয়শংকর জানিয়ে দেন যে, সীমান্ত সমস্যা মিটতে হয়তো দেরি হবে কিন্তু হিংসার মাধ্যমে সীমান্তে শান্তি নষ্ট করা হলে সম্পর্ক খারাপ হতে বাধ্য। দুই মন্ত্রী নিবিড় যোগাযোগ রাখার কথা জানান ও হটলাইন তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।

অন্যদিকে, চিনের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে ওয়াং বার্তা দিয়েছেন যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার পথে যেন অটুট থাকে ভারত ও চিন এবং সন্দেহের বশে যেন পিছিয়ে না যায়। ওয়াং ই বলেন যে সীমান্তের বিষয়টি ঠিক করে দুই দেশের মেটানো উচিত যাতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তার জন্য মার না খায়।

জয়শংকর তাঁকে মনে করিয়ে দেন মস্কোতে তাদের আলোচনার কথা। তারপর ধাপে ধাপে কীভাবে কাজ হয়েছে ও সেই ভাবে বাকি স্থানেও সেনা কমানোর ওপর জোর দেন বিদেশমন্ত্রী। একবার সমস্ত বিতর্কিত জায়গায় সেনা সরে গেলে তারপর পুরো অঞ্চল থেকে সেনা কমানোর ওপর কাজ করা যেতে পারে বলে ওয়াং ই-কে জানান জয়শংকর।

ওয়াং বলেন যে সীমান্তের বিবাদটি বাস্তবে কিন্তু ভারত-চিন সম্পর্কের পুরো কাহিনি সেটা নয়। তাই ঠিক ভাবে সেটা বোঝা উচিত। একই ভাবে গত বছরের ভারত-চিন পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী, কে নয়, সেটাও খুব স্পষ্ট বলে তিনি জানান।

সব মিলিয়ে দুই দেশ যে খুব ভিন্ন ভাবে সীমান্তের সমস্যাটিকে দেখছে সেটা স্পষ্ট। ভারতের কাছে সব কিছু নির্ভর করছে সীমান্তের পরিস্থিতির ওপর। চিন বলছে ওটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ওটাই সব নয়। তবে এর মধ্যেও প্যাংগংয়ে শান্তি ফিরেছে। আগামী দিনে কত দ্রুত পূর্ব লাদাখের অন্য স্থানে সেনা প্রত্যাহার হয়ে, কতটা কার্যকরী হয়ে বিদেশমন্ত্রীদের মধ্যে হটলাইল, সেটাই দেখার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।